Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২০

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ ءَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি ; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ; কুল্ হা-তূ বুরহা-নাকুম ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন।
আকাশ ও পৃথিবী হতে খাদ্য দান করেন? অতএব আল্লাহর সাথে কি অন্য মাবূদ আছে? আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

﴿٦٤﴾ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ

৬৫। কুল্ লা-ইয়া'লামু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বিল্ গাইবা ইল্লাল্লা-হু ; ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূনা
(৬৫) আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর কেউই অদৃশ্য বিষয়ের খবর রাখে না এবং তারা এ খবরও রাখে না যে,

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ

আইয়্যা-না ইউব্'আছূন। ৬৬। বালিদ্ দা-রাকা 'ইল্মুহুম ফিল্ আ-খিরাতি ; বাল্ হুম ফী শাক্কিম্ মিন্‌হা-,
তারা কবে পুনরুত্থান হবে। (৬৬) পরকাল (সংঘটন) সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শেষ হয়েছে; বরং তারা এ সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا ع ৫ ৮ ১ রুকূ

বাল্ হুম্ মিন্‌হা- 'আমূন। ৬৭। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ~আইযা- কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়াআ-বা—উনা~আইন্না-
বরং এ ব্যাপারে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিরেরা বলে, যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরা মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে (কবর থেকে)

لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ

লামুখ্‌রাজূন। ৬৮। লাক্বাদ্ উ'ইদ্‌না- হা-যা- নাহ্‌নু ওয়া আ-বা—উনা- মিন্ ক্বাব্‌লু ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল্
বের করা হবে? (৬৮) এ ব্যাপারে আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পিতৃ পুরুষগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এটাতো আগেকার লোকদের গল্প কাহিনী ছাড়া

الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

আওয়্যালীন। ৬৯। কুল সীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুজ্‌রিমীন।
আর কিছুই নয়। (৬৯) আপনি বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন এবং দেখুন, পাপীরদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا

৭০। ওয়ালা- তাহ্‌যান্ 'আলাইহিম ওয়ালা- তাকুন্ ফী দ্বাইক্বিম্ মিম্মা- ইয়াম্‌কুরূন। ৭১। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্
(৭০) আপনি তাদের (বিরোধিতার) ব্যাপারে চিন্তা করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে কষ্ট পাবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি কখন (বাস্তবায়িত)

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي

ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ৭২। কুল্ 'আসা~আঁই ইয়াকূনা রাদিফা লাকুম্ বা'দুল্লাযী
হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলে দাও। (৭২) আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা যা দ্রুত কামনা করছ সম্ভবতঃ তার কিছু (বাস্তবায়িত হবার সময়) অতি

○ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে এই প্রমাণগুলি শ্রবণ করেও যদি তারা বলে, অন্য মা'বূদও এবাদতের যোগ্য রয়েছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, এ দাবিতে তোমরা সত্য হলে এর পক্ষে এমন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আনয়ন কর, যাতে তাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ ফলকথা, পথ না দেখার কারণে অন্ধের পক্ষে যেমন গন্তব্য স্থানে পৌছা দুরূহ, তদ্রূপ, পরকালের যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, ঈর্ষা ও বিরোধিতার কারণে তৎপ্রতি এরা মনোনিবেশ না করার দরুনই উক্ত প্রমাণসমূহ তাদের জ্ঞান-চক্ষুর গোচরীভূত হয় না। এই অন্ধ সেজে থাকা, সন্দিহান হওয়া অপেক্ষা জঘন্য। কেননা, প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করলে সন্দিহান ব্যক্তির সন্দেহ দূর হয়ে থাকে। আর তারা লক্ষ্যই করে না। (বঃ কোঃ)

تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ

তাস্‌তা'জ্বিলূন। ৭৩। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাযূ ফাদ্বলিন্‌ 'আলান্‌ না-সি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্‌ লা-ইয়াশ্‌কুরূন।

নিকটবর্তী হয়ে গেছে। (৭৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের উপর বড়ই দয়াশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

﴿٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ

৭৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাইয়া'লামু মা- তুকিন্নু স্বুদূরুহুম ওয়ামা- ইউ'লিনূন। ৭৫। ওয়া মা- মিন গা—ইবাতিন্‌ ফিস্‌ সামা—ই

(৭৪) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সে বিষয়গুলো জানেন, যা তাদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে

وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ওয়াল্‌ আরদ্বি ইল্লা- ফী কিতা-বিম্‌ মুবীন। ৭৬। ইন্না হা-যাল্‌ কুরআ-না ইয়াকুস্বস্বু 'আলা- বানী~ ইস্‌রা—ঈলা

এমন কোন গোপন বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) নিশ্চয়ই এ কুরআন বনী ঈসরাঈলের সামনে সে

اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ اِنَّ

আকছারাল্‌ লাযী হুম ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন। ৭৭। ওয়া ইন্নাহু লাহুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতুল্‌ লিল্‌ মু'মিনীন। ৭৮। ইন্না

বিষয়ের অধিকাংশই বর্ণনা করে, যাতে তারা মতভেদ করে। (৭৭) নিশ্চয়ই এ কুরআন মুমিনগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (৭৮) আপনার

رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ

রাব্বাকা ইয়াক্‌দ্বী বাইনাহুম্‌ বিহুক্‌মিহী, ওয়া হুওয়াল্‌ 'আযীযুল্‌ 'আলীম। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্‌ 'আলাল্লা-হি, ইন্নাকা

রব তাদের মাঝে নিজ নির্দেশ দ্বারা ফয়সালা করে দিবেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (৭৯) সূতরাং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করুন আপনি তো অবশ্যই

عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٨٠﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا

'আলাল্‌ হাক্কিল্‌ মুবীন্‌। ৮০। ইন্নাকা লা- তুস্‌মি'উল মাওতা- ওয়ালা- তুস্‌মি'উছ্‌ ছুম্মাদ্‌ দু'আ—আ ইযা- ওয়াল্লাও

স্পষ্ট সত্য পথের উপর আছেন। (৮০) নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না এবং শোনাতে পারবেন না বধিরকে আপনার আহ্বান, যখন তারা পৃষ্ঠ ফিরায়ে

مُدْبِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ

মুদ্‌বিরীন্‌। ৮১। ওয়ামা~আনতা বিহা-দিল্‌ 'উম্‌য়ি 'আন্‌ দ্বালা-লাতিহিম্‌ ; ইন্‌ তুস্‌মিউ ইল্লা- মাঁই ইউ'মিনু

চলে যায়। (৮১) এবং আপনি (সত্য) পথ প্রদর্শন করতে পারবেন না অন্ধদেরকে, তাদের ভ্রষ্টতা হতে; আপনিতো শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতের

بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ

বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্‌ মুসলিমূন। ৮২। ওয়া ইযা- ওয়াক্বা'আল্‌ ক্বাওলু 'আলাইহিম্‌ আখ্‌রাজ্‌না- লাহুম্‌ দা—ব্বাতাম্‌ মিনাল্‌ আরদ্বি

উপর ঈমান রাখে আর তারাই মুসলমান। (৮২) যখন এসে যাবে তাদের উপর সে (ওয়াদাকৃত) বাণী (শাস্তি), তখন আমি মাটির নীচ হতে তাদের জন্য বের করব এক পশু,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৫) ঃ كتب مبين - "সু-স্পষ্ট কিতাব" দ্বারা 'লওহে মাহফুজকে' বুঝানো হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮২) ঃ لهم دابة - হযরত শাহ ছাহেব (র) বলেন, 'কিয়ামতের পূর্বে মক্কার সাফা পাহাড় ফেটে যাবে' এবং সেখান হতে একটি পশু বের হবে। সেটি মানুষদেরকে বলবে যে, 'কিয়ামত অতি নিকটবর্তী' এবং সেটি, প্রকৃত ঈমান ও অপরাধ গোপনকারীদেরকে চিহ্নিত করে পৃথক করে দিবে। অন্য বর্ণনা মতে, এটি, সেদিন বের হবে, যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এটা কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি। (তাঃ ওসমানী)

تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ع ৬ ২ রুকূ

তুকাল্লিমুহুম আন্নান্ না-সা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- লা- ইউক্বিনূন। ৮৩। ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাওজাম্

যারা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে না। (৮৩) এবং যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হতে সে দলকে একত্রিত করব, যারা

مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي

মিম্মাই ইউকায্যিবু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম ইউযা'উন। ৮৪। হাত্তা~ইযা- জা—উ ক্বা-লা আকায্যাব্তুম্ বিআ-ইয়া-তী

আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করতো, অতঃপর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিন্যাস করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতকে

وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا

ওয়া লাম্ তুহীতু বিহা- 'ইল্মান আম্মা- যা- কুন্তুম তা'মালূন। ৮৫। ওয়া- ওয়াক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম্ বিমা- জালামূ

অবিশ্বাস করেছিলে? এমতাবস্থায় যে, তোমরা এ বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারনি? আসছিল না? বা বল, তোমরা আর কি করছিলে?
(৮৫) তাদের জুলুম করার কারণেই তাদের উপর বাণী এসে পড়বে

فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٦﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

ফাহুম লা- ইয়ান্তিকূন। ৮৬। আলাম্ ইয়ারাও আন্না- জা'আল্নাল্ লাইলা লিইয়াস্কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা মুব্স্বিরান্ ; ইন্না

এবং তারা কোন কথা বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখছে না যে,আমি রাতকে বানিয়েছি, যাতে তারা তাতে আরাম করতে পারে এবং দিনকে আমি করেছি

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইউ'মিনূন। ৮৭। ওয়া ইয়াওমা ইউন্ফাখু ফিস্ব স্বূরি ফাফাযি'আ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি

আলোকিত? মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (৮৭) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সব ভীত হয়ে যাবে,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٨﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ

ওয়া মান্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা- মান শা—আল লাহু ; ওয়া কুল্লুন্ আতাওহু দা-খিরীন। ৮৮। ওয়া তারাল্ জ্বিবা-লা

কিন্তু, যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে নত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পাহাড়সমূহ দেখে সেগুলো নিজ জায়গায়

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ

তাহ্সাবুহা- জ্বা-মিদাতাওঁ ওয়া হিয়া তামুররু মার্রাস্ সাহ্বা-বি ; স্বুন্'আল্লা-হিল্ লাযী~আত্ক্বানা কুল্লা শাইয়িন ;

অবিচল ধারণা করছ, কিন্তু সেগুলোও (ফুৎকারের দিন) চলবে, চলমান মেঘমালার মত। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি, যিনি সব বস্তুকে করেছেন সুদৃঢ়।

إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ

ইন্নাহূ খাবীরুম্ বিমা- তাফ্'আলূন। ৮৯। মান্ জ্বা—আ বিল্ হ্বাসানাতি ফালাহূ খাইরুম্ মিন্হা-, ওয়া হুম্ মিন্ ফাযা'ই

তোমরা যা কর তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন। (৮৯) যে নেক আমল নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান এবং তারা সেদিনের আতংক থেকে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৭) ঃ ففزع من فى السموات...... - অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইস্রাফীল (আ) শিংগায় ফুৎকার দিবেন, দু অথবা দুয়ের অধিক শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে দুনিয়াবাসী ভীত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকারে মৃত্যুমুখী হয়ে পড়বে, তৃতীয় ফুৎকারে সব লোক কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কারো মতে, চতুর্থ ফুৎকার হবে, যাতে সব মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এখানে কোন ফুৎকার বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। আর ইমাম শাওকানী বলেন (র) তৃতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ

ইয়াওমাইযিন্ আ-মিনূন। ৯০। ওয়া মান্ জ্বা—আ বিস্ সাইয়্যিআতি ফাকুব্বাত্ উজুহুহুম্ ফিন্ না-রি ; হাল্ তুজ্বযাওনা

নিরাপদে থাকবে। (৯০) আর যে আসবে খারাপ আমল নিয়ে, তাকে উপুড় মুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, (এবং বলা হবে) তোমাদেরকে সে প্রতিফলই দেয়া হয়েছে,

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا

ইল্লা- মা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯১। ইন্নামা~উমির্তু আন্ আ'বুদা রাব্বা হা-যিহিল্ বাল্দাতিল্ লাযী হ্বাররামাহা-

যা তোমরা (পৃথিবীতে) করতে। (৯১) আমাকে তো শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন।

وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ

ওয়া লাহূ কুল্লু শাইয়িওঁ ওয়া উমির্তু আন্ আকূনা মিনাল্ মুস্লিমীন। ৯২। ওয়া আন্ আত্লুওয়াল্ কুরআ-না

সবকিছুই তাঁরই কর্তৃত্বে এবং আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (৯২) এবং আমি যেন কুরআন পাঠ করি,

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

ফামানিহ্তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফ্সিহী, ওয়া মান্ দ্বাল্লা ফাকুল্ ইন্নামা~আনা মিনাল মুন্যিরীন।

যে সঠিক (সত্য) পথে চলে, সে একমাত্র নিজেরই উপকারের জন্য সঠিক (সত্য) পথে চলে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, আপনি বলে দিন আমি তো শুধুমাত্র সাবধানকারী।

৭ ع ১১ ৩ রুকূ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। ওয়া কুলিল্ হাম্দু লিল্লা-হি সাইউরীকুম আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফূনাহা- ; ওয়া মা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- তা'মালূন।

(৯৩) এবং বলুন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি (আল্লাহ) অতিশীঘ্র তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলি দেখাবেন। তোমরা (তখন) তা জানতে পারবে এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন।

✪ টীকা (আঃ ৯১) ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মক্কা শহরকে 'সম্মানিত' রূপে উল্লেখ করেছেন এই হেতু তার মধ্যে হত্যা বা অশান্তি উপদ্রব করতে দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি তার মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী হলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। আরও উক্ত মক্কাস্থিত কাবাগৃহের কেউ বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যখন হতে তা নির্মিত হয়েছে, নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি লোক এর সম্মান ও পুণ্যসঞ্চয় উদ্দেশ্যে এর সৌন্দর্য দর্শন করে আসতেছে। ✪ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ হযরত নবী করীম (স) ইসলামের শত্রুগণকে পার্থিব বিপদ সম্বন্ধেও ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন যে, তোমরা মুসলমানদের কবলিত এবং যুদ্ধে তাদের নিকট পরাজিত হবে, উহার পরিণাম ফলস্বরূপ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ পূর্বাভাসই ব্যক্ত হচ্ছে। তজ্জন্য তিনি আরও বলতেন যে, তোমরা আমার কথা মান্য করছ না কিন্তু যখন তোমাদের উপর পার্থিব বিপদ আপতিত হবে তখনই তোমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিবে এবং বুঝবে যে, আমিই তোমাদেরকে পূর্ব হতে এ বিষয়ে সতর্ক করতাম।

সূরা ক্বাছাছ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৯

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى

১। ত্বা- সী—ম্ মী—ম্। ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল কিতা-বিল মুবীন্। ৩। নাত্‌লূ 'আলাইকা মিন্ নাবাই মূসা-
(১) ত্বা- সী-ম মী-ম (২) এ আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা এবং ফিরআউনের সঠিক ঘটনা বিবৃত করছি।

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا

ওয়া ফির'আওনা বিল্ হ্বক্বক্বি লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন। ৪। ইন্না ফির'আওনা 'আলা- ফিল্ আরদ্বি ওয়া জ্বা'আলা আহ্‌লাহা-
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। (৪) নিশ্চয়ই ফিরআউন (মিশর) দেশে বিদ্রোহ করছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে রেখেছিল

شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ

শিয়া'আই ইয়াস্‌তাদ্ব'ইফু ত্বা—ইফাতাম্ মিন্‌হুম ইউযাব্বিহু আব্‌না—আহুম ওয়া ইয়াস্‌তাহ্ঈ নিসা—আহুম ; ইন্নাহূ কা-না
এবং তার মধ্য হতে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তাদের পুত্র সন্তানগণকে যবেহ করত ও তাদের কন্যা সন্তানগণকে জীবিত রাখত; নিশ্চয়ই সে ছিল

مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ

মিনাল মুফ্‌সিদীন। ৫। ওয়া নুরীদু আন্ নামুন্না 'আলাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া নাজ্ব'আলাহুম
বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৫) অতঃপর আমার ইচ্ছা হল যে, আমি তাদের উপর অনুগ্রহ করব, যাদেরকে (মিশর) দেশে দুর্বল করা হয়েছিল এবং আমি তাদেরকে

اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

আইম্মাতাও ওয়া নাজ্ব'আলাহুমুল্ ওয়া-রিছীন। ৬। ওয়া নুমাক্কিনা লাহুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া নুরিয়া ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না
নেতা করে দিব, (দেশের) উত্তরাধিকারী করে দিব। (৬) এবং (আরও ইচ্ছা হল যে) আমি তাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব এবং ফিরআউন, হামান

وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ

ওয়া জুনূদাহুমা- মিন্‌হুম্ মা- কা-নূ ইয়াহ্যারূন। ৭। ওয়া আওহ্বাইনা~ইলা~উম্মি মূসা~আন্ আরদ্বি'ঈহি,
এবং তাদের সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়ে দিব যা তারা আশংকা করছিল। (৭) আমি মূসার মাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম যে, তাকে দুধ পান করাতে থাক,

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ

ফাইযা- খিফ্‌তি 'আলাইহি ফাআল্‌ক্বীহি ফিল্ ইয়াম্মি ওয়ালা- তাখা-ফী ওয়ালা- তাহ্যানী ইন্না- রা—দ্দূহু ইলাইকি
আর যখন তার ব্যাপারে তুমি কোন আশংকা করবে, তখন তুমি তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে এবং ভয় ও চিন্তা করবে না, নিশ্চয়ই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব

وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۭ

ওয়া জ্বা-'ইলূহু মিনাল্ মুরসালীন। ৮। ফাল্‌তাক্বাত্বাহূ~আ-লু ফির'আওনা লিয়াকূনা লাহুম 'আদুওয়্যাওঁ ওয়া হ্বাযানান ;
এবং তাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করব। (৮) অতঃপর ফিরআউনের লোকেরা তাকে (শিশুটিকে) উঠিয়ে নিল, যাতে এ শিশু তাদের শত্রু ও চিন্তার কারণ হয়,

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ

ইন্না ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না ওয়া জুনূদাহুমা- কা-নূ খা-ত্বিঈন। ৯। ওয়া ক্বা-লাতিম্ রাআতু ফির'আওনা কুর্‌রাতু
নিঃসন্দেহে ফিরআউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল পাপাচারী। (৯) ফিরআউনের স্ত্রী বলল, এ (শিশু) তো আমার এবং তোমার চোখের সান্ত্বনা, একে

عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

'আইনিল্লী ওয়া লাকা ; লা-তাক্বতুলূহু 'আসা~আই ইয়ানফা'আনা~আওনাত্তাখিযাহু ওয়ালাদাওঁ ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন।
হত্যা কর না, হয়তো এ আমাদের কোন উপকারে আসতে পারে, বা আমরা এ (শিশু)টিকে নিজেদের পুত্র বানিয়েই নিব, অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতেই পারেনি।

○ **টীকা (আঃ ৫)** ঃ ফেরআউন তার প্রধান মন্ত্রী হাসান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ্‌র যমিনে অবস্থান করে পৃথিবীর মানুষের প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল। আর কোন শক্তি তাদের উপর যাতে বিজয়ী না হতে পারে সুপরিকল্পিত ভাবে নীল-নকশা অনুযায়ী একটি জাতিকে হীনবল করার হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাদের অপটোকন সমূলে ধ্বংস করে বিশ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীতে কোন শক্তি চীরস্থায়ী হয় না। আরো জানিয়ে দেন মানুষের ইচ্ছাই ইচ্ছা নয় বরং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই কার্যকর হয়। (বঃ কোঃ)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৬)** ঃ ما كانوا يحذرون - অর্থাৎ যে ভয়ে তারা (ফেরআউন বাহিনী), বনী ইসরাঈলের কয়েক হাজার শিশু হত্যা করেছিল, আমি সে ভয় তাদের সামনে উপস্থিত করে দিতে ইচ্ছা করলাম। (তাঃ ওসমানী)

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴿١٠﴾

১০। ওয়া আস্বাহা ফুআ-দু উম্মি মূসা- ফা-রিগান ; ইন্ কা-দাত লাতুব্‌দী বিহী লাওলা~আর্ রাবাত্বনা- 'আলা- ক্বাল্‌বিহা-

(১০) মূসার মায়ের অন্তর অধৈর্য হয়ে পড়ল। সে (অস্থিরতার কারণে) এ ঘটনা প্রায় প্রকাশ করে ফেলেছিল, যদি না আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করতাম। আর এটা এজন্য যে,

لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ

লিতাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ১১। ওয়া ক্বা-লাত্ লিউখ্‌তিহী কুস্বস্বীহি ফাবাস্বুরাত্ বিহী 'আন্ জুনুবিওঁ ওয়া হুম

সে যাতে (মূসা সম্পর্কে) আস্থাবান হয়। (১১) সে মূসার বোনকে বলল, তুমি তার পিছে পিছে যাও, সে তাকে দূর থেকে দেখেছিল অথচ তারা (ফিরআউনের লোকেরা) তা

لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ

লা-ইয়াশ'উরূন। ১২। ওয়া হ্বার্‌রাম্‌না- 'আলাইহিল্ মারা-দ্বি'আ মিন্ ক্বাব্‌লু ফাক্বা-লাত্ হাল্ আদুল্‌লুকুম্ 'আলা~আহ্‌লি

বুঝতে পারছিল না। (১২) এবং পূর্ব হতেই আমি মূসাকে স্তন্য দান কারিনীদের দুধ পান থেকে বিরত রেখেছিলাম, সে (মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে

بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٣﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

বাইতিইঁ ইয়াক্‌ফুলূনাহূ লাকুম ওয়া হুম লাহূ না-স্বিহূন। ১৩। ফারাদাদ্‌না-হু ইলা~উম্মিহী কাই তাক্বাররা 'আইনুহা- ওয়ালা-

এমন এক পরিবার সম্পর্কে তথ্য দিব, যে এ শিশুটি কে তোমাদের জন্য লালন-পালন করবে এবং সে এ শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাঁকে তার মায়ের কাছে দিলাম

تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

তাহ্‌যানা ওয়া লিতা'লামা আন্না ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্বুওঁ ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা-ইয়া'লামূন। ১৪। ওয়া লাম্মা- বালাগা আশুদ্দাহূ

যাতে তার চক্ষু শীতল থাকে এবং চিন্তিত না হয় এবং সে যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা। (১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে পৌছল

وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ

ওয়াস্‌তাওয়া~আ-তাইনা-হু হুক্‌মাওঁ ওয়া 'ইল্‌মান্ ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন। ১৫। ওয়া দাখালাল্ মাদীনাতা

এবং পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; আমি এভাবেই পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। (১৫) মূসা এমন এক সময় শহরে প্রবেশ

عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ۖ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ

'আলা- হ্বীনি গাফ্‌লাতিম্ মিন্ আহ্‌লিহা- ফাওয়াজ্বাদা ফীহা- রাজুলাইনি ইয়াক্বতাতিলা-নি, হা-যা- মিন্ শী'আতিহী ওয়া হা-যা- মিন্

করল, যখন শহরের লোকেরা ছিল অসতর্ক, সেখানে দু'ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখল, এরা একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং অন্য একজন তার

عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ

'আদুওয়্যিহী, ফাস্‌তাগা-ছাহুল্ লাযী মিন্ শী'আতিহী 'আলাল্ লাযী মিন্ 'আদুওয়্যিহী ফাওয়াকাযাহূ মূসা-

শত্রুদলের ছিল। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রু লোকটির মোকাবেলায় তার কাছে সাহায্য কামনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল,

✪ টীকা (আঃ ১৩) ঃ যেহেতু তখন তারা মূসা (আ)-কে কারও দুধ পান করাতে পারতেছিল না। সুতরাং মুসার (আ) বোনের কাছে, শিশুটির হিতাকাঙ্ক্ষীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে এ সুযোগে তাহার মাতার ঠিকানা বলে দিল। অবশেষে তাকে ডেকে আনা হল এবং মূসা (আ)-কে তাঁর কোলে দেয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে মাতা শান্ত মনে মূসা (আ)-কে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মাঝে মাঝে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনতেন। একটি মারফু' হাদীসে আছে যে, মূসা (আ)-এর মাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করাবার বিনিময়ও ফেরাউন হতে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তাঁর ধারণা হয়েছিল, বিনিময় গ্রহণ না করলে তারা ধারণা করবে, এই স্ত্রীলোকটি শিশুটির মাতা। অতএব, সে বাৎসল্য বশতঃ বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেছে। (বঃ কোঃ)

فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ

ফাক্বাদ্বা- 'আলাইহি ক্বা-লা হা-যা- মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বা-নি ; ইন্নাহূ 'আদুওয়্যুম্ মুদ্বিল্লুম মুবীন্। ১৬। ক্বা-লা রাব্বি

যাতে সে মারা গেল। মূসা বলল, এটা শয়তানের কাজ; নিশ্চয়ই সে (শয়তান) প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। (১৬) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক!

اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ

ইন্নী জালাম্‌তু নাফ্‌সী ফাগ্‌ফির্‌লী ফাগাফারা লাহূ ; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহীম। ১৭। ক্বা-লা রাব্বি বিমা~

আমি আমার নিজের প্রতি অবিচার করেছি, আমাকে মাফ করে দিন; আল্লাহ তাঁকে মাফ করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৭) সে আরও বলল, হে আমার

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا

আন্'আমতা 'আলাইয়্যা ফালান্ আকূনা জাহীরাল্ লিল্ মুজ্‌রিমীন্। ১৮। ফাআস্ববাহা ফিল্ মাদীনাতি খা—ইফাই

প্রতিপালক! যেভাবে আপনি আমার উপর রহম করছেন, এরপরে আমি কখনও কোন পাপীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) শহরে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মূসার প্রভাত

يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ۖ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ

ইয়াতারাক্বক্বাবু ফাইযাল্ লাযিস্ তান্‌স্বারাহূ বিল্‌আম্‌সি ইয়াস্‌তাস্বরিখুহূ ; ক্বা-লা লাহূ মূসা~ইন্নাকা

হল। অকস্মাৎ সে দেখতে পেল, যে ব্যক্তি আগের দিন তার সাহায্য চেয়েছিল সে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতেছে; মূসা, তাকে বলল, নিশ্চয়ই

لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى

লাগাওয়িয়্যুম্ মুবীন। ১৯। ফালাম্মা~আন আরা-দা আই ইয়াব্‌ত্বিশা বিল্লাযী হুওয়া 'আদুওয়্যুল্ লাহুমা- ক্বা-লা ইয়া-মূসা~

তুমি পথভ্রষ্ট। (১৯) মূসা যখন সে লোকটাকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল, যে তাদের উভয়ের শত্রু ছিল, তখন সে বলল, হে মূসা!

اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا

আতুরীদু আন্ তাক্বতুলানী কামা- ক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সাম্ বিল্ আম্‌সি, ইন্ তুরীদু ইল্লা~আন্ তাকূনা জ্বাব্বা-রান্

যে ভাবে তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে অত্যাচারী হয়ে

فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ

ফিল্ আরদ্বি ওয়া মা- তুরীদু আন্ তাকূনা মিনাল্ মুস্বলিহীন। ২০। ওয়া জ্বা—আ রাজুলুম্ মিন্ আক্বস্বাল্ মাদীনাতি

চলতে চাও এবং তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না (২০) এক ব্যক্তি শহরের দূরবর্তী স্থান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসল

يَسْعٰى ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ

ইয়াস্'আ- ক্বা-লা ইয়া-মূসা~ইন্নাল মালাআ ইয়া'তামিরূনা বিকা লিইয়াক্বতুলূকা ফাখ্‌রুজ্ ইন্নী লাকা

এবং বলল, হে মূসা! (মিশরের) নেতারা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি দ্রুত (এ শহর থেকে) বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই আমি

✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ এখানে পাপিষ্ঠলোক বলতে শয়তানই উদ্দেশ্য। বহুবচন রূপ ব্যবহার করে ঐসমস্ত লোককেও শামিল করেছেন, যাদের মধ্যে শয়তানের ন্যায় পাপের প্ররোচনা দেয়ার স্বভাব রয়েছে। মূসা (আ)-এর প্রার্থনার সারমর্ম এই, আমি শয়তানের কথা কখনও মান্য করব না। অর্থাৎ, ভুল হবার সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতার সহিত কার্য করিব। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ خائفا يترقب - (ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়) অর্থাৎ মূসা (আ) প্রতীক্ষা করেছিলেন যে, হত্যা কৃতের কোন অভিভাবক ফিরআউনের কাছে এ অভিযোগ নিয়ে যায় কিনা এবং সে কি ফয়সালা নির্ধারণ করে এবং তার সাথে কিরূপ আচরণ করে। (তাঃ ওসমানী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ جاء رجل - এ ব্যক্তি কে ছিল? কারো মতে, এ ব্যক্তি ফেরআউনেরই দলের লোক ছিল, কিন্তু মূসার (আ) মংগলকামী ছিল। কারো মতে, এ ব্যক্তি মূসার (আ) নিকটবর্তী এক আত্মীয় ছিল।

مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ

মিনান্ না-স্বিহীন। ২১। ফাখারাজ্বা মিন্হা- খা—ইফাই ইয়াতারাক্বক্বাবু ক্বা-লা রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল্ ক্বাওমিজ্

তোমার কল্যাণকামী। (২১) মূসা সেখান থেকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী

২ ع ৫ রুকূ

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

জা-লিমীন। ২২। ওয়া লাম্মা- তাওয়াজ্জাহা তিল্ক্বা—আ মাদ্ইয়ানা ক্বা-লা 'আসা- রাব্বী~আঁই ইয়াহ্দিয়ানী সাওয়া—আস্ সাবীল।

সম্প্রদায় হতে। (২২) যখন মূসা মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হল তখন বলল, আশা করা যায়, আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۫ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ

২৩। ওয়া লাম্মা- ওয়ারাদা মা—আ মাদ্ইয়ানা ওয়াজ্বাদা 'আলাইহি উম্মাতাম্ মিনান্ না-সি ইয়াসকূনা ; ওয়া ওয়াজ্বাদা মিন্ দূনিহিমুম

(২৩) যখন সে মাদায়েনের পানির কূপের কাছে এসে পৌছল, তখন দেখতে পেল যে, মানুষের একটি দল সেখান থেকে (পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং দু'জন মহিলাকে

امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۫

রাআতাইনি তাযূদা-নি, ক্বা-লা মা- খাত্বুকুমা-; ক্বা-লাতা- লা- নাস্ক্বী হাত্তা- ইউস্বদিরার্ রি'আ—উ,

দেখতে পেল যে, তারা আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে তাদের জানোয়ারগুলো সামলিয়ে রাখছে। মূসা বলল, তোমাদের খবর কি? তারা বলল, আমরা পান করাতে পারব না, যতক্ষণে

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ

ওয়া আবূনা শাইখুন্ কাবীর। ২৪। ফাসাক্বা- লাহুমা- ছুম্মা তাওয়াল্লা~ইলাজ্ জিল্লি ফাক্বা-লা রাব্বি ইন্নী লিমা~ আন্যাল্তা

রাখালেরা (কূয়ার কাছ থেকে) সরে না যায় এবং আমাদের পিতা বড়ই বৃদ্ধ। (২৪) মূসা নিজে তাদের জানোয়ারদেরকে পানি পান করাল।
অতঃপর সে ছায়ার কাছে ফিরে গেল, অতঃপর বলল, হে আমার প্রতিপালক!

اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٥﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ

ইলাইয়্যা মিন্ খাইরিন ফাক্বীর। ২৫। ফাজ্বা—আত্হু ইহ্দা-হুমা- তাম্শী 'আলাস্ তিহ্ইয়া—ইন, ক্বা-লাত্ ইন্না আবী

আপনি যা কিছু অনুগ্রহ আমাকে দান করেন, আমি তার প্রত্যাশী। (২৫) এর মধ্যে সে দু'নারীর একজন লজ্জাশীলা অবস্থায় তার কাছে পায়ে হেঁটে চলে আসল এবং বলল,

يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ

ইয়াদ্'উকা লিইয়াজ্বযিয়াকা আজ্বরা মা- সাক্বাইতা লানা-; ফালাম্মা- জ্বা—আহূ ওয়া ক্বাস্বস্বা 'আলাইহিল্ ক্বাস্বাস্বা ক্বা-লা

তুমি আমাদের (পশুগুলো)-কে যে পানি পান করিয়েছ, তার পারিশ্রমিক দিবেন; আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন। অতঃপর যখন মূসা তার কাছে আসল এবং তার কাছে সব

○ **বিশ্লেষণ** (আঃ ২২) ঃ ان يهديني - আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার পৃষ্ঠে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যিনি তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (কুঃ কারীম) ○ **টীকা** (আঃ ২৩) ঃ তাদের এ কথা বলবার অভিপ্রায় ছিল যে, আমাদের গৃহে এমন কেউ সক্ষম পুরুষ লোক নেই, যে ব্যক্তি আবশ্যক মত ছাগলগুলিকে পানি পান করাতে পারেন এক মাত্র পিতা আছে, তিনি বৃদ্ধ ও গমনাগমন করতে অক্ষম। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদেরকে আসতে হয়। ○ **টীকা** (আঃ ২৪) ঃ নিজে ক্ষুধার্ত থেকেও পরের উপকার করলেন তথাপি তিনি মানুষের সাহায্য বা অনুগ্রহ প্রার্থী হলেন না। এটিতেও হযরত মূসা (আ)-এর পয়গাম্বরোচিত সদগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা আল্লাহ্ তায়ালারই প্রদত্ত। ○ **বিশ্লেষণ** (আঃ ২৫) ঃ قالت ان ابى - মহিলা দুটির পিতা কে ছিলেন? কুরআন মাজীদের দ্বারা স্পষ্ট কোন নাম বুঝা যায় না। অধিকাংশ মুফাসসির হযরত শোয়ায়েবের (আ) কথা বলেন, তিনি মাদায়েনবাসীগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন, হযরত শোয়ায়েবের (আ) সময়কাল, মূসার (আ) অনেক পূর্বে ছিল, তাই এখানে হযরত শোয়ায়েবের (আ) সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫

লা-তাখাফ্ ; নাজ্বাওতা মিনাল্ ক্বাওমিজ্ জা-লিমীন্ । ২৬ । ক্বা-লাত্ ইহ্দা-হুমা- ইয়া~আবাতিস্ তা'জ্বিরহু,
কাহিনী বর্ণনা করল, সে বলল, তুমি ভয় কর না; তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) সে দুজনার একজন (মহিলা) বলল, হে আব্বাজী! তুমি তাকে মজদুর

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٧﴾ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ

ইন্না খাইরা মানিস্ তা'জ্বার্তাল ক্বাওয়িয়্যুল্ আমীন । ২৭ । ক্বা-লা ইন্নী~উরীদু আন্ উন্কিহাকা
হিসেবে রেখে দাও, কেননা, মজদুর হিসেবে সে ব্যক্তিই ভাল হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বাসী। (২৭) সে (পিতা) মূসাকে বলল, আমি আমার দু'কন্যার মধ্যে একজনকে তোমার

اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا

ইহ্দাব্ নাতাইয়্যা হা-তাইনি 'আলা~আন্ তা'জুরানী ছামা-নিয়া হিজ্বাজ্বিন, ফাইন্ আত্মামতা 'আশ্রান্
সাথে এ শর্তের উপর বিবাহ দিতে চাচ্ছি যে, তুমি আট বছর আমার মজদুর হিসেবে কাজ করবে, হ্যাঁ যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সেটা (স্বইচ্ছায়) তোমার তরফ

فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

ফামিন্ 'ইন্দিকা ওয়া মা~উরীদু আন্ আশুক্ক্বা 'আলাইকা ; সাতাজ্বিদুনী~ ইন্ শা—আল্লাহু মিনাস্ব স্বা-লিহীন্ ।
থেকে (অনুগ্রহ হিসেবে) হবে, আমি এটা চাচ্ছি না যে, তোমাকে কোন কষ্টের মধ্যে ফেলব; তুমি আমাকে (দেখতে) পাবে আল্লাহর ইচ্ছায় সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে।

﴿٢٨﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ

২৮ । ক্বা-লা যা-লিকা বাইনী ওয়া বাইনাকা ; আইয়্যামাল্ আজ্বালাইনি ক্বাদ্বাইতু ফালা- 'উদ্ওয়া-না 'আলাইয়্যা ; ওয়াল্লা-হু
(২৮) মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে একথা পাকাপাকি হয়ে গেল, এ দুটি কালের মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করি না কেন, (এরপরে যেন) আমার উপর বাড়াবাড়ি না করা হয়।

عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ ৩ ع ৭ ৬ রুকূ

'আলা- মা- নাকূলু ওয়াকীল্ । ২৯ । ফালাম্মা- ক্বাদ্বা- মূসাল্ আজ্বালা ওয়া সা-রা বিআহ্লিহী~আ-নাসা মিন্ জ্বা-নিবিত্
আমরা যা কিছু বলছি এ সব কিছুর আল্লাহ্ ব্যবস্থাপক। (২৯) যখন মূসা তার সময়কাল পূর্ণ করল এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা হল, তখন সে

الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ

তূরি না-রান, ক্বা-লা লিআহ্লিহিম্ কুছু~ইন্নী~আ-নাস্তু না-রাল্ লা'আল্লী~আ-তীকুম মিন্হা- বিখাবারিন্
তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেল, সে তার স্ত্রীকে বলল, থাম! আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন তথ্য নিয়ে আসতে পারি,

اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ

আও জ্বায্ওয়াতিম্ মিনান্ না-রি লা'আল্লাকুম্ তাস্বত্বালূন । ৩০ । ফালাম্মা ~আতা-হা নূদিয়া মিন্ শা-ত্বিইল্ ওয়া-দিল্
বা আগুনের কোন (জ্বলন্ত) অংগার নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা তাপ নিতে পার। (৩০) যখন মূসা সেখানে পৌছল তখন তাকে

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, পূর্ণ দশ বৎসর কাল শোআয়েব (আ)-এর চাকুরী করলেন এবং তাঁর বকরী চরালেন। অতঃপর প্রতিশ্রুত কাল পূর্ণ হলে তিনি শ্বশুরের অনুমতিপূর্বক বিদায় নিয়ে সস্ত্রীক মিশর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শীতকাল ছিল, রাত্রির অন্ধকারে পথ হারিয়ে তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আসন্ন প্রসবা। প্রসব বেদনা উপস্থিত হল। শীত ও ব্যথা নিবারণের জন্য স্বামীকে আগুন জ্বালাতে বললেন। চক্মকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করিলেন, আগুন জ্বালাতে পারল না। ইতিমধ্যে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখা গেল। মূসা (আঃ) বললেন, আমি পর্বতের দিকে যাচ্ছি, হয়ত তথা হতে আগুন আনব বা পথের সন্ধান আনব। এ বলে তিনি স্ত্রীকে সেখানে রেখে তূর পর্বতের দিকে চলে গেলেন। (মুঃ কোঃ)

الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يّٰمُوسٰىٓ إِنِّىٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ

আই্মানি ফিল্ বুক্ব'আতিল্ মুবা-রাকাতি মিনাশ্ শাজ্বারাতি আইঁ ইয়া-মূসা~ইন্নী~আনাল লা-হু রাব্বুল্

বরকতময় ভূমিস্থিত ময়দানের ডান পার্শ্বের বৃক্ষ হতে, আওয়াজ দেয়া হল হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সারা জাহানের

الْعٰلَمِينَ ﴿٣١﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ

'আ-লামীন। ৩১। ওয়া আন্ আল্ক্বি 'আস্বা-কা ; ফালাম্মা- রাআ-হা- তাহ্তায্যু কাআন্নাহা-জ্বা—ন্নুঁও ওয়াল্লা- মুদ্বিরাওঁ ওয়া লাম্ ইউ'আক্বক্বিব্ ;

প্রতিপালক : (৩১) এবং (আরও বলে দেয়া হল যে) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) ফেলে দাও। যখন সেটিকে দেখল যে, সাপের মত দ্রুত চলছে, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে

يٰمُوسٰىٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِينَ ﴿٣٢﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ

ইয়া-মূসা~আক্ববিল্ ওয়ালা- তাখাফ্, ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন। ৩২। উস্লুক ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা

যেতে লাগল এবং সে পিছনে তাকিয়েও দেখল না। তাকে আমি বললাম হে মূসা! সামনে অগ্রসর হও, তুমি সর্বদিক হতেই নিরাপদ। (৩২) তুমি তোমার হাত তোমার

تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ

তাখ্রুজ্ব বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইওঁও ওয়াদ্বমুম্ ইলাইকা জ্বানা-হাকা মিনার্ রাহ্বি ফাযা-নিকা বুরহা-না-নি

জামার বাহমূলে প্রবেশ করাও, সেটি কোন রোগ ছাড়াই সাদা চকচকে অবস্থায় বের হয়ে, এবং তোমার হাত তোমার (বুকের সাথে) মিলিয়ে রাখ ভয় থেকে বাঁচার জন্য।

مِنْ رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ

মির্ রাব্বিকা ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালাইহী ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন। ৩৩। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ক্বাতাল্তু

এ দুটো (মুজেযা) তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ, ফিরআউন ও তার নেতৃবৃন্দের জন্য। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার রব! আমি তাদের এক

مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُونِ ﴿٣٤﴾ وَأَخِي هٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ

মিন্হুম নাফ্সান্ ফাআখা-ফু আইঁ ইয়াক্বতুলূন। ৩৪। ওয়া আখী হা-রূনু হুওয়া আফ্স্বাহু মিন্নী লিসা-নান্ ফাআর্সিল্হু

ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, এখন আমি আশংকা করছি তারা আমাকেও হত্যা করবে। (৩৪) এবং আমার ভাই হারুন আমার চেয়েও স্পষ্ট ভাষী, সুতরাং তাকেও আমার সাহায্যকারী

مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيٓ ۫ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

মা'ইয়া রিদ্আইঁ ইউস্বাদ্দিক্বুনী~ইন্নী~আখা-ফু আইঁ ইউকায্যিবূন। ৩৫। ক্বা-লা সানাশুদ্দু 'আদুদাকা

বানিয়ে আমার সাথে প্রেরণ কর, সে আমাকে সত্যায়িত করবে। আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ বলেন, আমি তোমার ভাইয়ের

بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ

বিআখীকা ওয়া নাজ্ব'আলু লাকুমা- সুল্ত্বা-নান ফালা- ইয়াস্বিলূনা ইলাইকুমা-বিআ-ইয়া-তিনা~আন্তুমা- ওয়া মানিত্

সাথে তোমার বাহু (শক্তি) দৃঢ় করে দিব এবং তোমাদের উভয়কে বিজয়ী করব, ফিরআউনরা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তোমরা দুজন এবং তোমাদের

اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ

তাবা'আকুমাল গা-লিবূন। ৩৬। ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্ মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- বাইয়্যিনা-তিন ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্

অনুসারীরা আমার নিদর্শনাবলির কারণে বিজয়ী হবে। (৩৬) যখন মূসা তাদের কাছে আমার (প্রদত্ত) স্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল,

مُفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ

মুফ্‌তারাওঁ ওয়া মা- সামি'না- বিহা-যা- ফী~আ-বা—ইনাল আওয়্যালীন। ৩৭। ওয়া ক্বা-লা মূসা- রাব্বী~আ'লামু বিমান্

এগুলো শুধু বানানো যাদু, আমরা আমাদের পূর্ব পিতৃ পুরুষদের যুগে কখনও এরূপ শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার প্রতিপালক খুব জানেন,

جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

জ্বা—আ বিল্‌হুদা- মিন্ 'ইন্‌দিহী ওয়া মান্ তাকূনু লাহূ 'আ-কিবাতুদ্ দা-রি ; ইন্নাহূ লা- ইউফলিহুজ্ জা-লিমূন।

কে তাঁর কাছ থেকে সঠিক পথ নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য পরকালে পরিণাম কল্যাণময় হবে; অত্যাচারীরা সফলকাম হবেই না।

﴿٣٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ

৩৮। ওয়া ক্বা-লা ফির'আওনু ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ মা- 'আলিম্‌তু লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরী ফাআওক্বিদ্ লী ইয়া-হা-মা-নু

(৩৮) ফিরআউন বলল, হে নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের মাবুদ আছে বলে আমিতো জানি না, হে হামান! তুমি আমার জন্য মাটিকে আগুন দ্বারা জ্বালাও

عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ

'আলাত্ব ত্বীনি ফাজ্ব'আল্‌লী স্বার্‌হাল্ লা'আল্লী~আত্ত্বালি'উ ইলা~ইলা-হি মূসা- ওয়া ইন্নী লাআজুন্নুহূ মিনাল্

(ইট বানাও), অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি কর, যেন তাতে চড়ে আমি মূসার মাবুদকে চুপে চুপে দেখে নিতে পারি। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا

কা-যিবীন। ৩৯। ওয়াস্‌তাক্‌বারা হুওয়া ওয়া জুনূদুহূ ফিল্ আর্‌দ্বি বিগাইরিল হাক্বক্বি ওয়া জান্নূ~আন্নাহুম ইলাইনা- লা-

মনে করি। (৩৯) ফিরআউন এবং তার সৈন্যবাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বড়াই করেছিল এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তারা আমার নিকট ফিরে

يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

ইউরজ্বা'উন। ৪০। ফাআখায্‌না-হু ওয়া জুনূদাহূ ফানাবায্‌না-হুম ফিল্ ইয়ামি, ফান্‌জুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুজ জা-লিমীন।

আসবে না। (৪০) অবশেষে আমি তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখুন! অত্যাচারীদের পরিণাম কেমন হয়।

﴿٤١﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَتْبَعْنٰهُمْ

৪১। ওয়া জ্বা'আল্‌না-হুম আইম্মাতাই ইয়াদ্'উনা ইলান্ না-রি, ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি লা- ইউন্‌স্বারূন। ৪২। ওয়া আত্‌বা'না- হুম

(৪১) আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম যে, তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৪২) আমি এ পার্থিব

فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى ৪ ع ১৪ ৭ রুকূ

ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া- লা'নাতান্ ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হুম্ মিনাল্ মাক্ববূহীন। ৪৩। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্

জীবনেও তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশাপ এবং কিয়ামতের দিনেও তারা নিকৃষ্টদের মধ্যে হবে। (৪৩) আর আমি পূর্ববর্তী বহু দলকে ধ্বংস করার পরে,

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত তাহাদের কথার উত্তরে মূসা (আ) বলিলেন, অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এবং তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত করিতে না পারা সত্ত্বেও যখন তোমরা আমার নুবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করিতেছ না, তখন বলতে হয়, ইহা তোমাদের একগুঁয়েমী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কে সত্য এবং কে মিথ্যা আল্লাহই তা ভালরূপে জানেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও ফলাফল প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ ফেরআউনের আশংকা হল, মূসা (আঃ)-এর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ দেখে তার অনুবর্তীগণ মূসা (আ)-এর প্রতি ঝুঁকতে পারে। কাজেই তাদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সে মন্ত্রী হামানকে বলল....। (বঃ কোঃ)

الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً

কিতা-বা মিম্ বা'দি মা~আহ্লাক্‌নাল্ কুরূনাল্ উলা- বাছা—ইরা লিন্‌না-সি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতাল্

মূসাকে এমন কিতাব দান করেছিলাম, যা মানব জাতির জন্য দলীল এবং পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ, যাতে তারা

لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى

লা'আল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারূন। ৪৪। ওয়া মা- কুন্‌তা বিজা-নিবিল্ গারবিইয়্যি ইয্ ক্বাদ্বাইনা~ইলা- মূসাল

উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৪৪) আর পশ্চিম প্রান্তে (তূর পাহাড়ে) আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসাকে (সেখানে) বিধান (সম্পর্কিত ওহী) প্রেরণ

الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ

আম্‌রা ওয়া মা- কুন্‌তা মিনাশ্ শা-হিদীন। ৪৫। ওয়ালা-কিন্না~আন্‌শা'না- কুরূনান্ ফাতাত্বা-ওয়ালা 'আলাইহিমুল্ 'উমুরু

করেছিলাম এবং আপনি দর্শক হিসেবেও (তখন) ছিলেন না। (৪৫) বরং আমি সৃষ্টি করেছিলাম বহু দল (উম্মত), যাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে।

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

ওয়ামা- কুন্‌তা ছা-ওয়িয়ান্ ফী~আহ্‌লি মাদ্‌ইয়ানা তাত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিনা-ওয়ালা-কিন্না- কুন্না- মুরসিলীন।

এবং আপনিতো মাদায়েনবাসীর মাঝে অবস্থানকারী ছিলেন না, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করার জন্য; বরং আমিই রাসূল প্রেরণকারী ছিলাম।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا ﴿٤٦﴾

৪৬। ওয়া মা- কুন্‌তা বিজা-নিবিত্ব তূরি ইয্ না-দাইনা- ওয়ালা-কির্ রাহ্‌মাতাম্ মির্ রাব্বিকা লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~

(৪৬) এবং আপনি তূর পাহাড়ের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন (মূসাকে) সম্বোধন করেছিলাম, বরং এটা রহমত স্বরূপ আপনার রবের পক্ষ হতে, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে

اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا

আতা-হুম মিন্ নাযীরিম মিন্ ক্বাব্‌লিকা লা'আল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারূন। ৪৭। ওয়া লাওলা~আন্ তুস্বীবাহুম্ মুস্বীবাতুম্ বিমা-

কোন সাবধানকারী আসেনি। হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৪৭) যদি এটা (রাসূল প্রেরণ) না হত, আর তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ এসে যেত

قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ

ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ফাইয়াক্বূলূ রাব্বানা- লাওলা~আরসাল্‌তা ইলাইনা- রাসূলান্ ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা

তখন তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল কেন প্রেরণ করনি? (যদি প্রেরণ করতে) আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম

وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ

ওয়া নাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ৪৮। ফালাম্মা- জা—আহুমুল্ হাক্বক্বু মিন্ 'ইন্‌দিনা- ক্বা-লূ লাওলা~উতিয়া মিছ্‌লা

এবং আমরা মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৪৮) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য (রাসূল ও কিতাব) পৌঁছল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেভাবে (মুজেযা) দেয়া

© টীকা (আঃ ৪৬) ঃ বরং প্রাচীনকালের কাহিনীগুলো ওহী দ্বারা আমি আপনাকে জানিয়েছি। কেননা, মূসা (আ)-এর পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি এবং তাদের উপর দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে। মানুষ ধর্মপথ ও ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে। আলেম, নেক্‌কার ও ধর্ম শিক্ষা লোপ পেয়ে মূর্খ লোকের কর্তৃত্ব হয়ে পড়েছে। পুনরায় তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তখন আমি আপনাকে নবী করে ওহী দ্বারা সে প্রাচীন কাহিনীগুলি আপনার নিকট পাঠিয়েছি। © বিশ্লেষণ (আঃ ৪৮) ঃ سحران تظاهرا - দুজন যাদুকর দ্বারা হযরত মূসা ও হারুনকে (আ) বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ ফিরআউন বাহিনী এ দুজনকে যাদুকর বলেছে। অথবা, আরবের মুশরিকরা বলেছে, কুরআন ও তাওরাত উভয়ই যাদু। (তাঃ কাদেরী)

مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ

মা~উতিয়া মূসা- ; আওয়ালাম্ ইয়াক্ফুরূ বিমা~উতিয়া মূসা- মিন্ ক্বাব্লু ক্বা-লূ সিহ্রা-নি
হয়েছিল, সেভাবে এ রাসূলকে কেন (মুজেযা) দেয়া হয়নি? আচ্ছা এর পূর্বে মূসাকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল তাকি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, এ দুজনই যাদুকর, যারা একে অপরের

تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ

তাজা-হারা, ওয়া ক্বা-লূ~ইন্না- বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন। ৪৯। কুল্ ফা'তূ বিকিতা-বিম্ মিন্ 'ইনদিল্লা-হি হুওয়া
সাহায্যকারী এবং তারা বলেছিল, আমরা এর প্রত্যেককেই অস্বীকার করি, (৪৯) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে এমন কিতাব উপস্থিত কর, যা এ দুয়ের চেয়ে

أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٥٠﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ

আহ্দা- মিন্হুমা~আত্তাবি'হু ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন্। ৫০। ফাইল্ লাম ইয়াস্তাজীবূ লাকা ফা'লাম
অধিক সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, আমি তার অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫০) যদি তারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে আপনি জেনে রাখুন,

أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

আন্নামা- ইয়াত্তাবি'ঊনা আহ্ওয়া~আহুম; ওয়া মান্ আদ্বাল্লু মিম্ মানিত্তাবা'আ হাওয়া-হু বিগাইরি হুদাম্ মিনাল লা-হি ; ইন্নাল
তারা শুধু তাদের নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার চেয়ে ভ্রান্ত আর কে আছে, যে আল্লাহর (দেয়া) সঠিক পথ ব্যতীত নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই

اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ৫ ع ৮ রুকূ

লা-হা লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমাজ্ জা-লিমীন। ৫১। ওয়া লাক্বাদ্ ওয়াস্বস্বাল্না- লাহুমুল্ ক্বাওলা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন।
আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৫১) আর আমি ধারাবাহিকভাবে তাদের জন্য আমার নির্দেশ প্রেরণ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

﴿٥٢﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ ◑ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا অর্ধাংশ ◑

৫২। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা মিন্ ক্বাব্লিহী হুম্ বিহী ইউ'মিনূন। ৫৩। ওয়া ইযা- ইউত্লা-'আলাইহিম্ ক্বা-লূ~
(৫২) যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব প্রদান করেছিলাম, তারাতো তার প্রতি ঈমান এনেছিল। (৫৩) এবং যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় (কুরআন) তখন তারা বলে যে,

ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾ أُولَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ

আ-মান্না- বিহী~ইন্নাহুল হাক্কু মির্ রাব্বিনা~ইন্না- কুন্না- মিন্ ক্বাব্লিহী মুসলিমীন। ৫৪। উলা—ইকা ইউ'তাওনা
আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য। আমরা তো এর পূর্বেই অনুসারী ছিলাম। (৫৪) এ লোকদেরকে

أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

আজ্রাহুম্ মার্রাতাইনি বিমা- স্বাবারূ ওয়া ইয়াদ্রাঊনা বিল্হ্বাসানাতিস্ সাইয়্যিআতা ওয়া মিম্মা- রাযাক্না-হুম্ ইউন্ফিকূন।
দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে, কারণ তারা ধৈর্যধারণ করে এবং তারা সৎ (কাজ) দ্বারা খারাপকে দূর করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ هم به يؤمنون - এখানে সে ইয়াহুদীকে বুঝান হয়েছে, যে মুসলমান হয়েছিল। যেমন, আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা)। অথবা সে ঈসায়ী, যে হাবশা থেকে নবীর (স) খেদমতে এসে তাঁর পবিত্র যবানে কুরআন তেলাওয়াত শুনে মুসলমান হয়েছিল। (ইবন কাসীর)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ اجرهم مرتين - হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (স) বলেন, "তিন ব্যক্তির জন্য দু বার প্রতিদান (সওয়াব)। তার মধ্যে একজন হল সে আহলে কিতাব, যে নিজ নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল অতঃপর আমার প্রতি ঈমান এনেছে। (কুঃ কারীম)

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ

৫৫। ওয়া ইযা- সামি'উল্ লাগ্‌ওয়া আ'রাদ্বূ 'আন্‌হু ওয়া ক্বা-লূ লানা~আ'মা-লুনা- ওয়া লাকুম আ'মা-লুকুম, সালা-মুন্ 'আলাইকুম,
(৫৫) এবং যখন তারা বাজে কথা শোনে, তখন তা থেকে ফিরে থাকে এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম তোমাদের উপর সালাম।

لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

লা-নাব্‌তাগিল্ জ্বা-হিলীন। ৫৬। ইন্নাকা লা-তাহ্‌দী মান্ আহ্‌ব্বাব্‌তা ওয়া লা-কিন্নাল লা-হা ইয়াহ্‌দী মাই ইয়াশা—উ,
আমরা মূর্খদের চাই না। (৫৬) (হে নবী!) আপনি যাকে পছন্দ করবেন, তাকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাঁকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ

ওয়াহুওয়া আ'লামু বিল্ মুহ্‌তাদীন। ৫৭। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্ নাত্তাবি'ইল্ হুদা- মা'আকা নুতাখাত্ত্বাফ্ মিন্ আর্‌দ্বিনা-,
তিনি (আল্লাহ) সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কে খুবই জানেন। (৫৭) তারা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

আওয়ালাম্ নুমাক্‌কিল্ লাহুম হ্বারামান্ আ-মিনাই ইউজ্‌বা~ইলাইহি ছামারা-তু কুল্লি শাইয়ির্ রিযক্বাম্ মিল্‌লাদুন্না-
উচ্ছেদ করা হবে, আমি কি তাদেরকে নিরাপদ পবিত্র স্থানে (মক্কায়) জায়গা দেইনি, যেখানে সব ধরনের ফল আমদানী হয়, আমার পক্ষ থেকে খাদ্য হিসেবে।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ

ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন। ৫৮। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না- মিন্ ক্বার্‌ইয়াতিম্ বাত্বিরাত্ মা'ঈশাতাহা-, ফাতিল্‌কা
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৫৮) আমি কতই জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের জীবন যাপনের সামগ্রীতে অহমিকা করেছিল, এগুলো

مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ

মাসা-কিনুহুম লাম্ তুস্‌কাম মিম্ বা'দিহিম ইল্লা- ক্বালীলান ; ওয়া কুন্না- নাহ্‌নুল ওয়া-রিছীন। ৫৯। ওয়া মা- কা-না
তাদের বাসস্থান, যেখানে তাদের পরে খুব অল্প সংখ্যক লোকই বাস করেছে। আর আমিই তো সব কিছুর (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী। (৫৯) আপনার প্রতিপালক

رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا

রাব্বুকা মুহ্‌লিকাল্ কুরা- হ্বাত্তা- ইয়াব্'আছা ফী~উম্মিহা- রাসূলাই ইয়াতলূ 'আলাইহিম আ-ইয়া-তিনা-, ওয়া মা-
কোন এক জনপদকে সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ সে স্থানে তাঁর কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি পাঠ করে শোনাবেন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ এবং

كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ

কুন্না- মুহ্‌লিকিল্ কুরা~ইল্লা- ওয়া আহ্‌লুহা- জা-লিমূন। ৬০। ওয়া মা~উতীতুম মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হ্বাইয়া-তিদ্
আমি জনপদকে সে সময় ধ্বংস করি, যখন সেখানের অধিবাসীরা অত্যাচার (শুরু) করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু পার্থিব জীবনের ভোগের

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৭) ঃ কুরাইশরা রাসূল (স)-এর আত্মীয় এবং ইহুদী, নাছারা অনাত্মীয় ছিল। যখন রাসূল (স)-এর অনাত্মীয় ইহুদী, নাছারাদের ঈমান আনয়ন করতে দেখলেন; তখন স্বগোত্রীয়দের অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের দরুন মনে খুবই দুঃখ পেলেন। বিশেষতঃ আবু তালেব ও অন্যান্য কতিপয় লোকের ঈমান আনয়নের জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল, তা কার্যকরী না হওয়ায় অধিক দুঃখ পেলেন। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁকে সে বিষয়ে সান্ত্বনা প্রদান করছেন। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৯) ঃ امها - فى امها (বড় জনপদ) দ্বারা বুঝা যায়, ছোট এলাকায় নবী প্রেরিত হননি। বরং কেন্দ্রস্থলে (বড় শহরে) নবী আগমন করেছেন। আর সব ছোট শহর ও জনপদগুলো বড় শহরেরই অধীনে। (কুঃ কারীম)

الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ ع ৬

দুন্‌ইয়া- ওয়া যীনাতুহা-, ওয়ামা- 'ইন্‌দাল্লা-হি খাইরুওঁ ওয়া আব্‌ক্বা-; আফালা- তা'কিলূন্। ৬১। আফামাওঁ ওয়া'আদ্‌না-হু

সামগ্রী ও তার সৌন্দর্য, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খুবই উত্তম এবং চিরস্থায়ী, তোমরা কি বুঝতেছ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি

وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ওয়া'দান হাসানান্ ফাহুওয়া লা-ক্বীহি কামাম মাত্তা'না-হু মাতা-'আল্ হায়াতিদ্ দুন্‌ইয়া- ছুম্মা হুওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি

এবং যা সে পাবে, সে কি সে ব্যক্তির মত হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনে (কিছু) ভোগের সামগ্রী দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন (বিচারের জন্য)

مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ

মিনাল্ মুহ্‌দ্বারীন। ৬২। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াক্বূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্ লাযীনা কুন্‌তুম

উপস্থিত করা হবে? (৬২) এবং সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন যে, কোথায় আমার শরীকরা, যাদেরকে তোমরা (আমার শরীক হিসেবে)

تَزْعُمُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَاهُمْ

তায্‌উমূন। ৬৩। ক্বা-লাল্ লাযীনা হাক্বক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু রাব্বানা- হা~উলা—ইল্ লাযীনা আগ্‌ওয়াইনা-, আগ্‌ওয়াইনা-হুম্

ধারণা করতে? (৬৩) যাদের উপর বাণী (শাস্তি) সাব্যস্ত হয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব লোকদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। তাদেরকে

كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٤﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

কামা- গাওয়াইনা-, তাবার্‌রা'না~ইলাইকা, মা- কা-নূ~ইয়্যা-না- ইয়া'বুদূন। ৬৪। ওয়া ক্বীলাদ্‌'উ শুরাকা—আকুম্

পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমনিভাবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। (তাদের ব্যাপারে) আমরা আপনার কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি, ওরা আমাদের ইবাদত করত না। (৬৪) তাদেরকে বলা

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝

ফাদা'আওহুম ফালাম্ ইয়াস্‌তাজীবূ লাহুম্ ওয়া রাআউল 'আযা-বা, লাও আন্নাহুম কা-নূ ইয়াহ্‌তাদূন।

হবে, তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে জবাব পর্যন্ত দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। যদি তারা সৎ পথে থাকত।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ

৬৫। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াক্বূলু মা-যা~আজাব্‌তুমুল্ মুরসালীন। ৬৬। ফা'আমিয়াত 'আলাইহিমুল্ আম্‌বা—উ ইয়াওমাইযিন্

(৬৫) সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) সেদিন তাদের থেকে তাদের সব তথ্য যুক্তি হারিয়ে যাবে

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ

ফাহুম লা-ইয়াতাসা—আলূন। ৬৭। ফাআম্মা- মান্ তা-বা ওয়া আ-মানা ওয়া'আমিলা স্বা-লিহান্ ফা'আসা~আই ইয়াকূনা মিনাল

এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে এবং নেক আমল করেছে, আশা করা যায়, সে তো মুক্তি প্রাপ্তদের

✪ টীকা (আঃ ৬২) ঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঈমানদার, তার সাথে বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে আর শেষোক্ত ব্যক্তি কাফের, সে পার্থিব জীবনে ভোগবিলাসে মত্ত ছিল, পরলোকে তাকে বন্দীরূপে আনয়ন করা হবে। (বঃ বোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৬৩) ঃ فمن وعدنه - হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) এবং হামযাহ (রা) উভয়ই আবু জাহলের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করেছিল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

✪ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ অর্থাৎ, আমাদের উপর যেমন কেউ জবরদস্তী করেনি, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছি তদ্রূপ আমরাও এদের উপর কোন জবরদস্তি করিনি। আমাদের কার্য ছিল তাদের ধোঁকা দেয়া। (বঃ কোঃ)

الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ

মুফ্‌লিহীন। ৬৮। ওয়া রাব্বুকা ইয়াখলুক্ব মা- ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াখ্‌তা-রু ; মা- কা-না লাহুমুল্ খিয়ারাতু ; সুবহা-নাল্লা-হি

অন্তর্ভুক্ত হবে। (৬৮) আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা পছন্দ করেন; এর মধ্যে তাদের কোনই ইচ্ছা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা

وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٠﴾ وَهُوَ اللَّهُ

ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ৬৯। ওয়া রাব্বুকা ইয়া'লামু মা- তুকিন্নু স্বুদূরুহুম ওয়ামা- ইউ'লিনূন। ৭০। ওয়া হুওয়াল্লা-হু

যাদেরকে শরীক করে তাদের থেকে তিনি উর্ধ্বে। (৬৯) আপনার প্রতিপালক জানেন, যা তাঁদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। (৭০) তিনিই আল্লাহ,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; লাহুল্ হাম্‌দু ফিল্ উলা- ওয়াল্ আ-খিরাতি, ওয়া লাহুল্ হুক্‌মু ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন।

যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁরই (একমাত্র) প্রশংসা, কর্তৃত্ব (একমাত্র) তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ ﴿٧١﴾

৭১। কুল্ আরাআইতুম্ ইন্ জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমুল্ লাইলা সার্‌মাদান্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন

(৭১) আপনি বলুন, তোমরা দেখেছ! যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করেন কিয়ামত পর্যন্ত, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে মাবুদ আছে,

غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিদ্বিয়া—ইন্ ; আফালা- তাস্‌মা'উন। ৭২। কুল আরাআইতুম্ ইন্ জ্বা'আলাল লা-হু 'আলাইকুমুন্

যে তোমাদের কাছে (দিবসের) আলো এনে দিতে পারে? এরপরেও কি তোমরা শোনবে না? (৭২) তোমরা ভেবে দেখছে! যদি আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দিবসকে

النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ

নাহা-রা সার্‌মাদান ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিলাইলিন্ তাস্‌কুনূনা ফীহি ;

স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে মাবুদ আছে, যে তোমাদের কাছে রাত নিয়ে আসতে পারে, যাতে তোমরা আরাম করতে পার?

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

আফালা- তুব্‌স্বিরূন। ৭৩। ওয়া মির্ রাহ্‌মাতিহী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা লিতাস্‌কুনূ ফীহি ওয়া লিতাব্‌তাগূ

তোমরা কি ভেবে দেখনা? (৭৩) তিনিই তাঁর রহমত দ্বারা তোমাদের জন্য রাত ও দিবস নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পার এবং (দিবসে)

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন। ৭৪। ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম ফাইয়াক্বূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্

তাঁর করুণা তালাশ করতে পার এবং তোমরা শোকর কর। (৭৪) সেদিন তাদেরকে ডেকে আল্লাহ বলবেন, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক নির্ধারণ করেছিলে,

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

লাযীনা কুন্‌তুম তায্‌'উমূন। ৭৫। ওয়া নাযা'না- মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাক্বুল্না- হা-তূ বুরহা-নাকুম

তারা আজ কোথায়? (৭৫) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজনকে সাক্ষী হিসেবে বের করব এবং বলব, পেশ কর তোমরা তোমাদের প্রমাণাদি,

فَعَلِمُوٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ ৭ ع ১০ রুকূ

ফা'আলিমূ~আন্নাল্ হাক্ব্ক্বা লিল্লা-হি ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ৭৬। ইন্না ক্বা-রূনা কা-না মিন্
তখন তোমরা জেনে নিবে যে, সত্য (ইবাদত) আল্লাহর জন্যই, এবং তারা যা গড়েছিল, সেগুলো তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। (৭৬) নিশ্চয়ই কারুন ছিল মূসার

قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ

ক্বাওমি মূসা- ফাবাগা- 'আলাইহিম, ওয়া আ-তাইনা-হু মিনাল্ কুনূযি মা~ইন্না মাফা-তিহাহূ লাতানূ—উ বিল্'উস্বাতি
সম্প্রদায়ের থেকে কিন্তু সে তাদের উপর অত্যাচার করেছিল। আমি তাকে (প্রচুর) ধন ভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে, তার (ভাণ্ডারের) চাবিসমূহ শক্তিশালী একদল লোকের পক্ষেও

اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ

উলিল্ কুওয়তি, ইয্ ক্বা-লা লাহূ ক্বাওমুহূ লা- তাফ্রাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইউহ্বিব্বুল্ ফারিহীন। ৭৭। ওয়াব্তাগি
বহন করা খুবই কষ্টকর ছিল। একবার তার সম্প্রদায় তাকে বলল, গর্ব করনা আল্লাহ গর্বকারীদেরকে পসন্দ করেন না। (৭৭) এবং আল্লাহ

فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ

ফীমা~আ-তা-কাল্লা-হুদ্ দা-রাল আ-খিরাতা ওয়ালা- তান্সা নাস্বীবাকা মিনাদ্ দুন্ইয়া-ওয়া আহ্সিন্ কামা~
যা কিছু তোমাকে দান করেছেন তার দ্বারা পরকালের গৃহ (সওয়াব) তালাশ (অর্জন) কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না এবং আল্লাহ যেভাবে

اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

আহ্সানাল্লা-হু ইলাইকা ওয়ালা তাব্গিল্ ফাসা-দা ফিল্ আরদ্বি ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইউহ্বিব্বুল মুফসিদীন।
তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে (সকলের প্রতি) দয়া কর, এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেওনা; আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।

﴿٧٧﴾ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ

৭৮। ক্বা-লা ইন্নামা~উতীতুহূ 'আলা- 'ইল্মিন ইন্দী ; আওয়ালাম্ ইয়া'লাম্ আন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ আহ্লাকা মিন্ ক্বাব্লিহী
(৭৮) কারুন বলল, এসব (সম্পদ) আমি আমার নিজস্ব জ্ঞান (কৌশল) বলে পেয়েছি। সেকি জানে না যে, আল্লাহ ধ্বংস করে

مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ

মিনাল কুরূনি মান্ হুওয়া আশাদ্দু মিনহু কুওয়্যাতাওঁ ওয়া আক্ছারু জ্বাম্'আন ; ওয়ালা- ইউস্আলু 'আন্ যুনূবিহিমুল্
দিয়েছেন বহু দলকে তার পূর্বে, যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং অধিক সম্পদ সঞ্চয়কারী ছিল? এবং গুনাহগারদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ

মুজ্বরিমূন। ৭৯। ফাখারাজ্বা 'আলা- ক্বাওমিহী ফী যীনাতিহী ; ক্বা-লাল্লাযীনা ইউরীদূনাল্ হায়িয়া-তাদ্
হবে না। (৭৯) কারণ তার সৌন্দর্যসহ তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। পার্থিব জীবনের প্রত্যাশীরা বলতে লাগল, হায়! কারুনকে যেভাবে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৭) ঃ ولا تنس نصيبك - অর্থাৎ, পার্থিব বিষয়গুলো ভুলে যাবে না; বরং এর প্রতিও ন্যায়ভাবে খেয়াল রাখবে। যেমন, নিজের প্রতি, স্ত্রী, সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন এবং মেহমান ইত্যাদি এদের হক যথাযথভাবে আদায় করবে। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ علم عندى - অর্থাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আমি পারদর্শী ও অভিজ্ঞ। সে কারণেই এ সম্পদ অর্জন করেছি। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ ولا يسئل ঃ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। কেননা তাদের গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ খুবই জানেন এবং ফিরিশতাদের কাছেও তাদের প্রত্যেকটি আমল লিখিত রয়েছে। (তাঃ ওসমানী) অথবা গুনাহগারদের কপালের চিহ্ন দেখেই বুঝা যাবে, জিজ্ঞেস করতে হবে না। অথবা তাদের কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না; বরং তারা বিনা হিসাবেই জাহান্নামে যাবে। (কাঃ কাদেরী)

الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

দুন্ইয়া- ইয়া-লাইতা লানা- মিছ্লা মা ~উতিয়া ক্বা-রূনু ইন্নাহূ লাযূ হ্বাজ্জিন্ 'আজীম। ৮০। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা

(সম্পদ) দেয়া হয়েছে, আমাদেরকেও যদি অনুরূপ দেয়া হত! নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। (৮০) তার তারা বলল, যাদেরকে (পরকালের) জ্ঞান দান করা হয়েছে,

اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا

উতুল 'ইল্মা ওয়াইলাকুম ছাওয়া-বুল্লা-হি খাইরুল্ লিমান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্, ওয়ালা- ইউলাক্ক্বা-হা ~ইল্লাস্

তারা বলল, (হে দুনিয়া প্রত্যাশী) তোমাদের জন্য দুঃখ, যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিদানই সর্বোত্তম, এটা শুধু তারাই পাবে,

الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨١﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ

স্বা-বিরূন। ৮১। ফাখাসাফ্না- বিহী ওয়া বিদা-রিহিল আর্দ্বা ফামা- কা-না লাহূ মিন্ ফিআতিই ইয়ান্স্বুরূনাহূ

যারা ধৈর্যশীল। (৮১) অতঃপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ যমীনে দাবিয়ে (বিলীন করে) দিলাম। তার (কারুনের) এমন কোন দল (লোকজন) ছিল না, যারা তাকে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ

মিন্ দূনিল্লা-হি, ওয়া মা- কা-না মিনাল্ মুন্তাস্বিরীন। ৮২। ওয়া আস্ববাহাল্ লাযীনা তামান্নাও মাকা-নাহূ

সাহায্য করতে পারে, আল্লাহ ব্যতীত, আর সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না। (৮২) যারা আগের দিন তার মর্যাদায় পৌঁছার প্রত্যাশী ছিল।

بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ

বিল্আম্সি ইয়াকূলূনা ওয়াইকাআন্নাল্লা-হা ইয়াব্সুতুর রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী ওয়া ইয়াক্বদিরু,

তারা আজ বলতে লাগল, আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সঙ্কুচিত করে দেন।

৮ ع ১১ রুকূ

لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ

লাওলা~আম্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা- লাখাসাফা বিনা-; ওয়াইকাআন্নাহূ লা-ইউফলিহুল্ কা-ফিরূন। ৮৩। তিল্কাদ্ দা-রুল্

যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া না করতেন, তবে আমাদেরকেও দাবিয়ে দিতেন। তোমরা কি দেখনা যে, কাফিরেরা সফল হয় না। (৮৩) এটি

الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ

আ-খিরাতু নাজ্'আলুহা- লিল্লাযীনা লা- ইউরীদূনা উলুওয়্যান্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা- ফাসা-দান, ওয়াল্ 'আ-ক্বিবাতু

পরকালের সে গৃহ, যা আমি তাদেরকে দিব, যারা পৃথিবীতে অবাধ্য হতে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। উত্তম পরিণাম

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٤﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

লিল্মুত্তাক্বীন। ৮৪। মান্ জ্বা—আ বিল্ হ্বাসানাতি ফালাহূ খাইরুম্ মিন্হা- ওয়া মান্ জ্বা—আ বিস্সাইয়্যিআতি ফালা- ইউজ্যাল্

পরহেজগারদের জন্য। (৮৪) পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান এবং যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে,

○ টীকা (আঃ ৮১) ঃ মূসা (আ) কারুনকে যাকাত সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বললেন, প্রতি একশত স্বর্ণ-মুদ্রায় একটি করে স্বর্ণ-মুদ্রা যাকাত প্রদান করা। সে হিসাব করে দেখলে, যাকাতের জন্য বহু মুদ্রা দিতে হয়। অবশেষে স্বীয় কাওমের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর দ্বারা সম্প্রদায়ের সম্মুখে বলায় যে, মূসা (আ) স্ত্রীলোকের সহিত যেনা করেছে। একদা এক মজলিসে মূসা (আ) বললেন, যেনাকারীর শাস্তি বিবাহিত না হলে একশত দোররা এবং বিবাহিত হলে সঙ্গেসার। কারুন তখন পরামর্শ অনুযায়ী বলল, তুমি এই স্ত্রীলোকটির সহিত যেনা করেছ। মূসা (আ) স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করলে। এ সম্বন্ধে মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে যমীন গিলে ফেলল। অতঃপর তার সমস্ত ধন তার মাথার উপর ঢালা হলো, যমীন তাও গিলে ফেলল। (মুঃ কোঃ)

الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ اِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

লাযীনা 'আমিলুস্ সাইয়্যিআ-তি ইল্লা- মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৮৫। ইন্নাল্ লাযী ফারাদ্বা 'আলাইকাল্ কুরআ-না

সে তার কর্ম অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। (৮৫) যিনি তোমার উপর কুরআন (প্রচার ও তার অনুসরণ) ফরজ করেছেন, তিনি

لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

লারা—দ্দুকা ইলা- মা'আ-দিন ; কুর রাব্বী~আ'লামু মান্ জা—আ বিল্হুদা- ওয়া মান্ হুওয়া ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিবেন প্রত্যাবর্তন স্থলে। বলুন, আমার প্রতিপালক তা খুব ভালভাবেই জানেন যে, কে হেদায়েতসহ এসেছে, আর কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

﴿٨٦﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

৮৬। ওয়া মা- কুন্তা তারজূ~আঁই ইউল্কা~ইলাইকাল্ কিতা-বু ইল্লা- রাহ্মাতাম্ মির্ রাব্বিকা ফালা- তাকূনান্না

(৮৬) আপনিতো কখনও এ আশা করছিলেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো শুধু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে মেহেরবানী। আপনি কখনও

ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ

জাহীরাল্ লিল্কা-ফিরীন। ৮৭। ওয়ালা- ইয়াস্বুদ্দুন্নাকা 'আন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বা'দা ইয্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ্'উ

কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) তারা (কাফিরেরা) যেন আল্লাহর আয়াত (প্রচার) থেকে আপনাকে বিরত না রাখে, তা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পরে।

اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ

ইলা- রাব্বিকা ওয়ালা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ৮৮। ওয়ালা- তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা- হান্ আ-খারা, লা~ইলা-হা

আপনি আহ্বান করুন, আপনার প্রতিপালকের দিকে এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডেক না। তিনি ছাড়া

اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

ইল্লা- হুওয়া, কুল্লু শাইয়িন্ হা-লিকুন ইল্লা- ওয়াজ্হাহূ ; লাহুল্ হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন।

আর কোন মাবুদ নেই। তার অস্তিত্ব ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা 'আনকাবূত
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬৯
রুকূ ঃ ৭

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম। ২। আহ্বাসিবান্না-সু আই ইউত্‌রাকূ~আই ইয়াকূলূ~আ-মান্না- ওয়া হুম্ লা- ইউফ্‌তানূন।
(১) আলিফ-লা-ম-মীম; (২) মানুষেরা কি এ ধারণা করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, তাদের শুধু একথার ভিত্তিতেই, আমি তাদেরকে পরীক্ষা ব্যতীতই ছেড়ে দিব?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ ﴿٣﴾

৩। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্নাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ফালাইয়া'লামান্নাল্লা-হুল্ লাযীনা স্বাদাকূ ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্
(৩) আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ জেনে নিবেন তাদেরকে, যারা (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং তাদেরকেও

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾

কা-যিবীন। ৪। আম্ হাসিবাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিআ-তি আই ইয়াস্‌বিকূনা-; সা—আ মা- ইয়াহ্‌কুমূন।
জেনে নিবেন, যারা মিথ্যাবাদী। (৪) যারা খারাপ (পাপ) কাজ করে, তারা কি ধারণা করে যে, তারা আমার থেকে ভেগে যাবে? তাদের ধারণা কতইনা নিকৃষ্ট।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ

৫। মান্ কা-না ইয়ারজূ লিক্বা—আল্লা-হি ফাইন্না আজ্বালাল্লা-হি লাআ-তিন ; ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ৬। ওয়া মান্
(৫) যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে, (তাকে বলে দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবে। তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৬) আর যে

جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

জা-হাদা ফাইন্নামা- ইউজা-হিদু লিনাফ্‌সিহী ; ইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়্যুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন। ৭। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
পরিশ্রম করে, সে তো তার নিজের (কল্যাণের জন্য) পরিশ্রম করে, আল্লাহতো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। (৭) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ

الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

স্বা-লিহা-তি লানুকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌হুম সাইয়্যিআ-তিহিম্ ওয়ালা নাজ্বযিয়ান্নাহুম আহ্‌সানাল্লাযী কা-নূ ইয়া'মালূন।
করে, আমি তাদের খারাপ কাজগুলো অবশ্যই তাদের থেকে দূর করে দিব এবং তাদেরকে তাদের নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দিব।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ ﴿٨﴾

৮। ওয়া ওয়াস্বস্বাইনাল্ ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি হুস্‌নান্ ; ওয়া ইন্ জ্বা-হাদা-কা লিতুশ্‌রিকা বী মা- লাইসা
(৮) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছি। হ্যাঁ যদি তারা তোমার প্রতি চাপ দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার বিষয় তোমার

لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۭ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ

লাকা বিহী 'ইল্‌মুন্ ফালা- তুত্বি'হুমা- ; ইলাইয়্যা মারজ্বি'উকুম ফাউনাব্বিউকুম বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৯। ওয়াল্লাযীনা
কোনই জ্ঞান নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবে না; তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানায়ে দিব, যা কিছু তোমরা করছিলে। (৯) যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি লানুদ্‌খিলান্নাহুম ফিস্ব স্বা-লিহীন। ১০। ওয়া মিনান্ না-সি মাই ইয়াকূলু
ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদেরকে অবশ্যই পুণ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) মানুষের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَىِٕنْ جَاۗءَ نَصْرٌ

আ-মান্না- বিল্লা-হি ফাইযা~উযিয়া ফিল্লা-হি জ্বা'আলা ফিত্‌নাতান্ না-সি কা'আযা-বিল্লা-হি ; ওয়ালাইন্ জ্বা—আ নাস্বরুম্
আল্লাহর প্রতি, কিন্তু যখন আল্লাহর রাস্তায় (চলার কারণে) তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট এসে পৌছে, তখন তারা মানুষের কষ্টকে শাস্তির মত মনে করে। আর যদি কোন সাহায্য

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ বস্তুতঃ বিশ্বাসের সহিত ইসলাম গ্রহণকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে; বরং এতে তারা অধিকতার দৃঢ় হয়। আর যারা সাময়িক সুবিধা এড়াবার জন্য মুসলমান হয়, তারা এরূপ সময়ে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। আর এরূপ কপটাচারীকে চিনে নেওয়াও এই পরীক্ষার এক উদ্দেশ্য। কেননা, কপটাচারীরা মুসলমানদের সাথে মিলিলে নানা প্রকার ক্ষতির আশংকা আছে। বিশেষতঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এটা বিপজ্জনক। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৮) ঃ বস্তুতঃ সকল বস্তুই এরূপ এবং উহা উপাস্য না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। (বঃ কোঃ)
○ শানে নুযূল (আঃ ৮) ঃ সা'আদ ইবনে আবিওয়াক্কাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মাতা বললেন, পিতা-মাতার আদেশ পালন করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তুমি ইসলাম ত্যাগ না করলে আমি অনাহারব্রত পালন করব। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাযিল হয়। (নুঃ কোঃ)

مِنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

মির্ রাব্বিকা লাইয়াকূলুন্না ইন্না- কুন্না- মা'আকুম ; আওয়া লাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিমা-ফী স্বুদূরিল্ 'আ-লামীন।
এসে যায় আপনার প্রতিপালকের, তখন তারা বলতে থাকে যে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা কিছু আছে, সে বিষয় আল্লাহর কি জানা নেই?

۝١١ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝١٢ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

১১। ওয়া লাইয়া'লামান্নাল লা-হুল লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাইয়া'লামান্নাল্ মুনা-ফিক্বীন। ১২। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ
(১১) আর আল্লাহ (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিবেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এবং জেনে নিবেন মুনাফিকদেরকে। (১২) কাফিরেরা মুমিনদের বলে,

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ

লিল্লাযীনা আ-মানুত্ তাবি'উ সাবীলানা- ওয়াল্‌নাহ্‌মিল্ খাত্বা-ইয়া-কুম; ওয়া মা-হুম্ বিহ্বা-মিলীনা মিন্ খাত্বা-ইয়া-হুম
তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর; আমরা তোমাদের পাপসমূহ বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন

مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١٣ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز

মিন্ শাইয়িন; ইন্নাহুম লাকা-যিবূন।১৩। ওয়া লাইয়াহ্বমিলুন্না আছ্ক্বা-লাহুম ওয়া আছ্ক্বা-লাম্ মা'আ আছ্ক্বা-লিহিম্,
করবে না, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (১৩) অবশ্যই তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; কিয়ামতের দিন

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝١٤ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ ع ১ ১৩ রুকূ

ওয়ালাইউস্‌আলুন্না ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আম্মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ১৪। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্‌না- নূহ্বান ইলা- ক্বাওমিহী ফালাবিছা
অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানিয়ে বলেছিল। (১৪) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মাঝে

فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١٥ فَاَنْجَيْنٰهُ

ফীহিম্ আল্‌ফা সানাতিন্ ইল্লা- খাম্‌সীনা'আ-মান ; ফাআখাযাহুমুত্ তূফা-নু ওয়া হুম জা-লিমূন। ১৫। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু
সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে তূফান (এসে) পাকড়াও করল আর তারা ছিল অত্যাচারী। (১৫) আমি তাকে ও নৌকার

وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٦ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا

ওয়াআস্বহ্বা-বাস্ সাফীনাতি ওজ্বা'আল্‌না-হা~আ-ইয়াতাল্ লিল্ 'আ-লামীন। ১৬। ওয়া ইব্রা-হীমা ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহি'বুদুল
আরোহীগণকে রক্ষা করেছিলাম এবং এ ঘটনাকে আমি বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ করলাম। (১৬) আর ইবরাহীমের কথা শুনুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল যে,

اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٧ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

লা-হা ওয়াত্তাকূহু ; যা-লিকুম খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুনতুম্ তা'লামূন। ১৭। ইন্নামা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিগুলোর

০ টীকা (আঃ ১২) ঃ 'আমরা তোমাদের গোনাহ্‌সমূহ বহন করব' মর্মে কাফেরগণের দাবি ছিল যে, তরা মুসলমানদের বলত আমরা তোমাদেরকে ধর্মের সত্যপথ প্রদর্শন করতেছি; এতদসত্ত্বেও তোমরা যদি আমাদের কোথায় সন্দিহান হও তবে আমরা আল্লাহর নিকট গিয়া তোমাদের জন্য জবাবদিহি করব। আর খোদা না করেন, যদি তোমাদের প্রতি শাস্তি বিধান হয় তা হলে আমরা তোমাদের শাস্তির অংশগ্রহণ করব। ০ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ مع اثقالهم - কাফির নেতৃবৃন্দ এবং ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বানকারীরা নিজেদের গুনাহর বোঝার সাথে তাদের বোঝাও বহন করবে যারা তাদের প্রচেষ্টায় ও আহ্বানে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (কুঃ কারীম)

أَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ

আওছা-নাওঁ ওয়া তাখ্লুকূনা ইফ্কান ; ইন্নাল্ লাযীনা তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি লা- ইয়াম্লিকূনা লাকুম

পূজা করছো এবং তোমরা মিথ্যা (কথা) উদ্ভাবন করতেছ। যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা কর, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়,

رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ

রিয্ক্বান ফাব্তাগূ 'ইন্দাল্লা-হির্ রিয্ক্বা ওয়া'বুদূহু ওয়াশ্কুরূ লাহূ ; ইলাইহি তুর্জা'ঊন। ১৮। ওয়া ইন্

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কাছে (তোমাদের) রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদাত কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর; তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে। (১৮) আর তোমরা

تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

তুকায্যিবূ ফাক্বাদ্ কায্যাবা উমামুম্ মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ; ওয়া মা-'আলার্ রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল মুবীন।

যদি (নবীকে) অবিশ্বাস কর, তবে তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক দলই (নবীকে) অবিশ্বাস করেছিল রাসূলের দায়িত্বতো শুধু প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়া।

﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১৯। আওয়ালাম্ ইয়ারাও কাইফা ইউব্দিউল লা-হুল্ খাল্ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহু ; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর।

(১৯) তারা কি দেখে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, অতঃপর আল্লাহ তাকে (মৃত্যু ঘটিয়ে) দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।

﴿٢٠﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ

২০। কুল্ সীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্জুরূ কাইফা বাদাআল্ খাল্ক্বা ছুম্মাল্লা-হু ইউন্শিউন্ নাশ্আতাল্

(২০) আপনি বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন? অতঃপর আল্লাহই দ্বিতীয়বার নতুনভাবে

الْاٰخِرَةَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢١﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ

আ-খিরাতা ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বাদীর্। ২১। ইউ'আয্যিবু মাঁই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়ার্হামু মাঁই ইয়াশা—উ

সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন।

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۫ وَمَا لَكُمْ

ওয়া ইলাইহি তুক্বলাবূন। ২২। আন্তুম্ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা- ফিস্ সামা—ই, ওয়া মা- লাকুম

তাঁর নিকটেই তোমরা ফিরে যাবে। (২২) তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আকাশেও না।

২ ع ১৪ রুকু

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ

মিন্ দূনিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ২৩। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া লিক্বা—ইহী~

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে,

○ **টীকা** (আঃ ২০) ঃ যদিও আল্লাহ্ তা'আলার অপার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, উভয় প্রকার সৃষ্টিই তাঁর পক্ষে সহজ, তথাপি প্রকাশ্যে বুঝা যায় যে, প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অধিকতর সহজ। অথচ তারা প্রথমবারের সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহকে স্বীকার করে থাকে, দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি তদপেক্ষা সহজ, কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

○ **টীকা** (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, এই শাস্তি প্রদান ও অনুগ্রহ করার ব্যাপারে অপর কারও কোন প্রভাব থাকবে না। কেননা, তোমরা সকলে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অপর কারও নিকট নয় এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। কেননা, তোমরা পৃথিবীতেও খোদার হাতে ধরা না দিয়া পলায়ন করে তাঁকে অক্ষম করতে পার না। এবং আসমানে উড়েও না। (বঃ কোঃ)

أُولَٰٓئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ

উলা—ইকা ইয়াইসূ মির্ রাহ্মাতী ওয়া উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ২৪। ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা

তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় এবং তাদের জন্য (রয়েছে) যন্ত্রণাময় শাস্তি। (২৪) তাদের সম্প্রদায়ের কোন জবাবই

قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লুক্ব তুলূহু আও হার্‌রিকূহু ফাআন্‌জ্বা-হুল্লা-হু মিনান্ না-রি ; ইন্না ফী যা-লিকা

ছিল না, শুধু তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর অথবা জ্বালিয়ে দাও'। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করেছিলেন; নিশ্চয়ই এতে

لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন। ২৫। ওয়া ক্বা-লা ইন্নামাত্ তাখায্‌তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি আওছা-নাম্ মাওয়াদ্দাতা

মুমিন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (২৫) ইব্রাহীম বলল, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত

بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

বাইনিকুম ফিল হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-, ছুম্মা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরু বা'দ্বুকুম্ বিবা'দ্বিও ওয়া ইয়াল্'আনু

মূর্তিগুলোকে (খোদা হিসেবে) গ্রহণ করেছ; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে

بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ

বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বাও ওয়া মা'ওয়া-কুমুন্ না-রু ওয়া মা- লাকুম্ মিন্ না-স্বিরীন। ২৬। ফাআ-মানা লাহূ লূতুন। ওয়া ক্বা-লা

অভিশাপ দিবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (২৬) লূত ইবরাহীমের প্রতি ঈমান এনেছিল। ইবরাহীম বলল,

ওয়াক্বফে লাযেম ৭

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ

ইন্নী মুহা-জ্বিরুন্ ইলা-রাব্বী ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুল হাকীম। ২৭। ওয়া ওয়াহাব্‌না- লাহূ~ইস্‌হা-ক্বা ওয়াইয়া'কূবা

আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞময়। (২৭) আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম, ইসহাক ও ইয়াকুব

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِي الْءَاخِرَةِ

ওয়া জ্বা'আল্না- ফী যুর্‌রিয়্যাতিহিন্ নুবুওয়্যাতা ওয়াল্‌কিতা-বা ওয়া আ-তাইনা-হু আজ্‌রাহূ ফিদ্ দুন্‌ইয়া-, ওয়া ইন্নাহূ ফিল আ-খিরাতি

এবং রেখে দিয়েছি তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে আমি ইহকালে প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয়ই সে

لَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٢٨﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم

লামিনাস্ব স্বা-লিহীন্। ২৮। ওয়া লূত্বান্ ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী ~ইন্নাকুম লাতা'তূনাল্ ফা-হিশাতা মা- সাবাক্বাকুম্

পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (২৮) লূতের কাহিনীও বর্ণনা করুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজে লিপ্ত, যা তোমাদের পূর্বে

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ লূত (আ) ইবরাহীম (আ)-এর ভাগিনা বা ভাতিজা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ড হতে নিরাপদে বের হয়ে আসলে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ অতএব, তিনি লূত (আ) ও সারাকে নিয়ে শাম দেশের দিকে হিজরত করে চলে যান। তথা হতে লূত (আ) মু'তাফেকাহ নামক স্থানে গমন করেন। হিজরতের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ৭৫ বৎসর ছিল। এই বৎসরেই বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ১২০ বৎসর বয়সকালে বিবি সারার গর্ভে হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। (মুঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ قال انى مهاجر -এ কথাটি কারো মতে, হযরত লূত (আ) বলেছিলেন। কারো মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন। কারো মতে, উভয়ই হিজরত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ

বিহা- মিন্ আহ্বাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন। ২৯। আইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজ্বা-লা ওয়া তাক্বত্বা'উনাস্ সাবীলা

পৃথিবীতে অন্য আর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পুরুষদের কাছে (অশ্লীল কাজের উদ্দেশ্যে) গমন কর এবং তোমরা কি রাজপথে সন্ত্রাসী কর, আর তোমরা কি

وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا

ওয়া তা'তূনা ফী না-দীকুমুল মুন্কারা ; ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লু'তিনা-

তোমাদের মজলিসের মধ্যে (প্রকাশ্যে) নিকৃষ্ট কাজ কর? তার সম্প্রদায়ের (এ ব্যাপারে) কোনই জবাবই ছিল না, শুধু তারা বলল, আমাদের কাছে

بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ

বি'আযা-বিল্লা-হি ইন্ কুন্তা মিনাস্ স্বা-দিক্বীন। ৩০। ক্বা-লা রাব্বিন্ স্বুরনী 'আলাল্ ক্বাওমিল্

আল্লাহর শাস্তি নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩০) লূত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পাপাচারী সম্প্রদায়ের মোকাবেলায়

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣١﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ

রুকু ১৫ ৩ মুফসিদীন। ৩১। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আত্ রুসুলুনা~ইব্রা-হীমা বিল্বুশ্রা- ক্বা-লূ~ইন্না- মুহ্লিকূ~আহ্লি

সাহায্য করুন। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলেছিল, আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের

هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ

হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতি, ইন্না আহ্লাহা- কা-নূ জা-লিমীন। ৩২। ক্বা-লা ইন্না ফীহা- লূত্বান্ ; কা-লূ নাহ্নু আ'লামু

বিনাশ করব। নিশ্চয় এখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। (৩২) ইবরাহীম বলল, এখানে তো লূত আছে, ফেরেশতারা বলল, আমরা খুবই ভাল জানি, সেখানে যারা

بِمَنْ فِيْهَا ؗ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّاۤ اَنْ

বিমান্ ফীহা- লানুনাজ্জিয়ান্নাহূ ওয়া আহ্লাহূ~ইল্লাম্ রাআতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন। ৩৩। ওয়া লাম্মা~আন্

আছে (তাদের সম্পর্কে)। আমরা রক্ষা করব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে, কিন্তু তার স্ত্রী ব্যতীত; সে (স্ত্রী) তো থাকবে পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে। (৩৩) যখন লূতের নিকট

جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫

জ্বা—আত্ রুসুলুনা- লূত্বান্ সী—আ বিহিম্ ওয়া দ্বা-ক্বা বিহিম যার'আওঁ ওয়া ক্বা-লূ লা-তাখাফ্ ওয়ালা- তাহ্যান,

আমার প্রেরিত রাসূল পৌঁছল, তখন সে তাদেরকে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের (অতিথেয়তার) ব্যাপারে সংকটে পড়ে যায়। তারা বলল, ভয় কর না এবং চিন্তিত

اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى

ইন্না-মুনাজ্জূকা ওয়া আহ্লাকা ইল্লাম্ রাআতাকা কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন। ৩৪। ইন্না- মুন্যিলূনা 'আলা~

হয়ো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব, কিন্তু শুধু তোমার স্ত্রী ব্যতীত। সে তো পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে থাকবে। (৩৪) আমরা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ وتقطعون السبيل - অর্থাৎ পথিকদের পাকড়াও করে তাদের সাথে তোমরা অশ্লীল কাজ করে থাক, তোমরা পথিকদের মালামাল লুট করে থাক এবং তাদেরকে হত্যা করে দাও। এসব কারণে রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত এবং এ বন্ধের কারণ তোমরাই। (কুঃ কারীম)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ من الغبرين - অর্থাৎ সে (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে থাকবে এবং তাদের সাথে ধ্বংস হবে। কেননা, সে মুমিন ছিল না; বরং ওদের সহযোগী ছিল। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ سئ بهم - অর্থাৎ লূত (আ), চরিত্রবান ও সুন্দর চেহারার অধিকারী মেহমানদেরকে অসৎ চরিত্রের সম্প্রদায় থেকে বাঁচানোর জন্য কোন পথ না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের মেহমানদারীর ব্যাপারেও সংকটে পড়ে যান। অর্থাৎ না বিদায় দিতে পারেন, না নিরাপদে রাখতে পারেন।

أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً

আহ্লি হা-যিহিল্ ক্বার্ইয়াতি রিজ্যাম্ মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়াফ্সুকূন। ৩৫। ওয়া লাক্বাত্ তারাক্না- মিন্হা~আ-ইয়াতাম্

এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করব। কারণ, তারা ছিল পাপাচারী। (৩৫) নিশ্চয়ই আমি সে জনপদটিকে একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বানিয়ে রেখেছি,

بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

বাইয়্যিনাতাল্ লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন। ৩৬। ওয়া ইলা- মাদ্ইয়ানা আখা-হুম শু'আইবান্ ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা

জ্ঞানবানদের জন্য। (৩৬) আমি মাদায়েনে অধিবাসীদের প্রতি তার ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর এবং

وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ

ওয়ার্জুল্ ইয়াওমাল্ আ-খিরা ওয়ালা- তা'ছাও ফিল্ আরদ্বি মুফ্সিদীন। ৩৭। ফাকায্যাবূহু ফাআখাযাত্ হুমুর্

পরকাল দিবসের প্রতীক্ষায় থাক। আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না। (৩৭) কিন্তু এরপরেও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن

রাজ্ফাতু ফাআস্বাবাহূ ফী দা-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৩৮। ওয়া 'আ-দাওঁ ওয়া ছামূদা ওয়া ক্বাত্ তাবাইয়্যানা লাকুম্ মিম্

করল। ফলে তারা তাদের গৃহে উপুড় মুখ হয়ে (মৃত অবস্থায়) পড়ে রইল। (৩৮) আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম এবং তোমাদের শিক্ষার জন্য প্রকাশ্যভাবে

مَّسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

মাসা-কিনিহিম, ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম ফাস্বাদ্দাহুম 'আনিস্ সাবীলি ওয়া কা-নূ

রয়েছে তাদের কিছু আবাস স্থল। শয়তান তাদেরকে তাদের (খারাপ) কাজগুলো সুসজ্জিত করে দেখিয়ে ছিল এবং তাদেরকে (আল্লাহর) পথে (যেতে) বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা

مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ

মুস্তাবস্বিরীন। ৩৯। ওয়া ক্বা-রূনা ওয়া ফির'আওনা ওয়া হা-মা-না, ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আহুম মূসা- বিল্বাইয়্যিনা-তি

ছিল জ্ঞান গরিমায় অভিজ্ঞ। (৩৯) (হে নবী স্মরণ করুন!) কারুন, ফিরআউন ও (তার মন্ত্রী) হামানের কথা। নিশ্চয়ই মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন (মুজেযা)সহ এসেছিল,

فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٤٠﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ

ফাস্তাকবারূ ফিল্ আরদ্বি ওয়ামা- কা-নূ সা-বিক্বীন। ৪০। ফাকুল্লান্ আখায্না- বিযাম্বিহী ফামিন্হুম মান্

এরপরেও তারা পৃথিবীতে খুবই অহংকার করত। কিন্তু তারা আমার (শাস্তি) থেকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। (৪০) তাদের প্রত্যেককেই তাদের গুনাহর জন্য আমি

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ

আরসাল্না-'আলাইহি হা-স্বিবান, ওয়া মিন্হুম্ মান্ আখাযাত্হুস্ স্বাইহাতু, ওয়া মিন্হুম্ মান্ খাসাফ্না- বিহিল্

পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কতকের উপর আমি বর্ষণ করেছিলাম ঘূর্ণিকড় আকারে শিলা বৃষ্টি এবং তাদের কতককে বিকট আওয়াজ পাকড়াও করেছিল এবং তাদের মধ্যে

✪ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তি তাদেরকে এরূপ অবসর দেয় নি যে, তারা সে অবসরে অন্যত্র সরে পড়ে; বরং তারা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ حاصبا -এরা লূত সম্প্রদায়। কারো মতে, 'আদ সম্প্রদায়।

صيحة -এরা সামুদ সম্প্রদায় এবং মাদায়েনবাসীও। خسفنا - অর্থাৎ কারুনকে তার বানানো প্রাসাদসহ যমীনে দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল।

اغرقنا - ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যবাহিনী। কারো মতে, নূহের (আ) সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। (তাঃ ওসমানী)

الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

আরদ্বা, ওয়া মিনহুম্ মান্ আগ্‌রাক্বনা-, ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্‌লিমাহুম ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~আন্‌ফুসাহুম

কতককে আমি দাবিয়ে দিয়েছি যমীনে, আর কতককে আমি (সমুদ্রে) ডুবিয়ে ছিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি মোটেই অবিচার করেন নি; বরং তারাই

يَظْلِمُونَ (৪১) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ

ইয়াজ্‌লিমূন। ৪১। মাছালুল্ লাযীনাত তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আওলিয়া—আ কামাছালিল্ 'আনকাবূতি,

তাদের প্রতি অবিচার করেছিল। (৪১) যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ

৬ ওয়াক্ফে লাযেম

اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ইত্তাখাযাত্ বাইতান্ ; ওয়া ইন্না আওহানাল্ বুয়ূতি লা বাইতুল্ 'আন্‌কাবূতি। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন।

মাকড়সা, সে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে, অথচ সব ঘরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঘর মাকড়সারই ঘর। যদি তারা জানত!

(৪২) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৪২। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম।

(৪২) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জানেন, যাদেরকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকে। তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

(৪৩) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (৪৪) خَلَقَ اللَّهُ

৪৩। ওয়া তিল্‌কাল্ আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি, ওয়া মা- ইয়া'ক্বিলুহা~ইল্লাল্ 'আ-লিমূন। ৪৪। খালাক্বাল্লা-হুস্

(৪৩) আমি এ উদাহরণগুলো মানুষদের জন্য বর্ণনা করি। আর এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞানবান। (৪৪) আল্লাহ সৃষ্টি

৪ ع ৪ ১৬ রুকূ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা বিল্‌হাক্বক্বি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিল্‌মু'মিনীন্।

করেন আকাশ ও পৃথিবী সঠিকভাবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে মুমিনগণের জন্য নিদর্শন।

○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরকে এক আল্লাহর পরিবর্তে কাল্পনিক মূর্তিগুলির উপাসনার কল্যাণের তুলনা মাকড়াসার জালের সঙ্গে করেছেন। মাকড়াসা যেমন গৃহ নির্মাণ করে অর্থাৎ জাল বিস্তার করে মনে করে, এটা আমাদের স্থায়ী গৃহ এবং আশ্রয়ের জন্য যথেষ্ট। অথচ তা সামান্য বাতাসের ধাক্কা কিংবা ঝাড়ুর আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি মুশরিকদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিণতিও তাই। যারা নিজেদের বিন্দু মাত্র উপকার করতে সক্ষম নয়, তারা কিভাবে অন্যদের পরিত্রাণে সাহায্য করবে। এটা তাদের নিছক নির্বুদ্ধি ছাড়া আর কি হতে পারে ? (মাঃ কুঃ)

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল জ্ঞানীগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে প্রকাশ পায় না।

আল্লাহর কাছে জ্ঞানী কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে জ্ঞানী (আলিম) হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই জ্ঞানী বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই।